POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

## আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ
وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۭ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا
عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (المائدہ:74)

নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়'; অথচ এক মা'বুদ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে।

(আল মায়েদা: ৭৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّی علیٰ رسوله الکریم وعلیٰ عبده المسیح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 23 Jan 2025 22 রজব-1446 A.H

সংখ্যা 4

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ্ তা'লা-ও তার জন্য জান্নাতে তদ্রূপ গৃহ নির্মাণ করেন।
(মুসলিম, বাব ফজলু বানাআল মসজিদ)

সেই ব্যক্তি বিচক্ষণ, যে নিয়মিত আত্মপর্যালোচনা করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কর্ম করে।
(জামে তিরমিযি, কিতাবুয যোহদ)

ঈর্ষা থেকে বিরত থাক। কেননা, এই পাপ-ই অতীতের জাতিদের ধ্বংস করেছে।
(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

**আমার বিশ্বাস, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড এমন প্রভাব ফেলে নি বা তাদেরকে স্তম্ভিত করে নি, যেমনটি সম্মানীয় সাহাবাদের পবিত্র নমুনা ও পরিবর্তন মানুষকে আভিভুত করে তুলেছিল। সব থেকে দুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তিরাও আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে এসে অনুশোচিত হয়েছে। এমনটি কিভাবে সম্ভব হল? এটি সেই মহৎ পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল যা সাহাবাগণের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল এবং সাহাবাগণের অনুকরণীয় আদর্শই তাদেরকে গভীর অনুশোচনার পথে চালিত করেছিল।**

## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

যে ব্যক্তি মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি পোষণ করে না, নিঃসন্দেহে সে কৃপণ। আমি যদি কল্যাণ ও মঙ্গালের কোন পথের সন্ধান পাই, তবে কেউ মান্য করুক বা না করুক, সকলের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে ঘোষণা করা আমার কর্তব্য।

কিস বাশুনুদ ইয়া না শুনুদ, মান গুফতুগুয়ে মি কুনাম,
(অর্থাৎ কেউ শুনুক বা না শুনুক আমি বলে যাব।)

জীবনীশক্তিতে ভরপুর কোনও এক ব্যক্তিও যদি উঠে আসে, তবেই ওইটুকুই যথেষ্ট। আমি একথা দ্যীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছি যে পুণ্যলাভের আকাঙ্খায় তোমাদেরকে এই উপদেশ দেওয়া আমার জন্য শোভনীয় নয়। কখনই না! বরং, আমি নিজের মধ্যে এক প্রবল আবেগ ও বেদনা অনুভব করি, যদিও আমার কাছে অজানা যে এই উদ্দীপনার কারণ কি, কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এই উদ্দীপনা অদম্য। অতএব, আপনারা এই কথাগুলিকে এমন এক ব্যক্তির উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করুন যার সঙ্গে ভবিষ্যতে হয়তো কখনও সাক্ষাত হবে না; অনুরূপভাবে আমার এই উপদেশেগুলিকে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করুন যাতে আপনারা অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন। যারা আমাদের থেকে দূরে আছেন, তাদেরকে আপনার কথা ও কাজের মাধ্যমে অবশ্যই বোঝাতে হবে। যেমনটি আমি ব্যাখ্যা করেছি, যদি তদনুরূপ কর্মের প্রয়োজন না থাকত তবে এখানে কারোর আগমণের প্রয়োজনই বা কি ছিল? আমি তোমাদের মাঝে অপ্রকাশিত পরিবর্তন দেখতে চাই না; বরং এক অসাধারণ রূপান্তর অভিপ্সীত, যাতে বিরুদ্ধবাদীদের মনে অনুশোচনা ভাবের উদয় হয় এবং হঠাৎ করে আলোকপাত হয়। আর তারা আমাদের বিরোধীতায় হতোদ্যম হয়ে পড়ে, কেননা এরা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। সব থেকে দুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তিরাও আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে এসে অনুশোচিত হয়েছে। এমনটি কিভাবে সম্ভব হল? এটি সেই মহৎ পরিবর্তনের দ্বারা সম্ভব হয়েছিল যা সাহাবাগণের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল এবং সাহাবাগণের অনুকরণীয় আদর্শই তাদেরকে গভীর অনুশোচনার পথে চালিত করেছিল।

### ইকরামার খাঁটি নমুনা

ইকরামা সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। উহদের দুর্দশার পিছনে এরই পরিকল্পনা কাজ করেছিল, যার পিতা ছিল আবু জাহল। কিন্তু অবশেষে সে সাহাবাগণের দৃষ্টান্ত দেখে অনুশোচিত হল। আমার বিশ্বাস, অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড এমন প্রভাব ফেলে নি বা তাদেরকে স্তম্ভিত করে নি, যেমনটি সম্মানীয় সাহাবাদের পবিত্র নমুনা ও পরিবর্তন মানুষকে আভিভূত করে তুলেছিল। তারা নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে নতুন উচ্চতায় পোঁছাতে দেখে আশ্চর্য হয়েছিল। অবশেষে তারা নিজেদের ভ্রান্তি স্বীকার করতে বাধ্য হল। একসময় ইকরামা স্বয়ং আঁ হযরত (সা.)-এর উপরই আক্রমণ করেছিল, আবার এমন সময়ও উপস্থিত হল যখন সে কাফের বাহিনীকে পর্যদুস্ত করেছিল। মোটকথা আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে সাহাবাগণ যে পবিত্র নমুনা প্রদর্শন করেছিলেন, আমরা আজ সেগুলিকে গর্বসহকারে দলিল ও নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করতে পারি। ইকরামার উদাহরণটিই দেখ। কুফরের যুগে সে কুফর এবং আরও অনেক নিকৃষ্ট অপগুণের অধিকারী ছিল। যেমন-আত্মশ্লাঘা। ইসলামকে পৃথিবী থেকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার তার প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু খোদা তা'লার কৃপায় যখন সে ইসলাম লাভের সৌভাগ্য লাভ করল, তখন তার মধ্যে এমন উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জন্ম নিল যাতে অহংকার ও আত্মশ্লাঘার লেশমাত্র ছিল না।

### পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কর

পরকালের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। শাস্তির পূর্বে ভীত হওয়া উচিত।

মর্দে আখির বাঙ্গেঁ মুবারক বান্দা আস্ত।'

অর্থাৎ সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ রাখে।

লক্ষ্য করে দেখ যে লুতের জাতি ও অন্যান্য জাতিদের কি পরিণাম হয়েছিল। হৃদয় কঠোর হলেও তাকে তিরস্কার করার মাধ্যমে অনুনয় বিনয়ের পাঠ দেওয়া প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। অন্যদের তুলনায় এটি আমাদের জামাতের জন্য থেকে বেশি জরুরী। কেননা তারা তাজা মারেফাত লাভ করে থাকে। কেউ যদি মারেফাতের দাবি করা সত্ত্বেও তার উপর অনুশীলনকারী না হয়, তবে আস্ফালন করাই বৃথা। কাজেই আমার জামাত অন্যদের উদাসীনতা ও অবহেলা দেখে যেন নিজেরাই উদাসীন হয়ে না পড়ে। তাদের নিরুত্তাপ ভালবাসা দেখে নিজেদের ভালবাসার আবেগ যেন হারিয়ে না ফেলে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৯)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# জুমআর খুতবা

## “হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! একটা সময় এমন ছিল যখন সমগ্র পৃথিবীতে আপনি, আপনার ধর্ম, এবং আপনার শহরের প্রতি আমার সবচেয়ে বেশি শত্রুতা ছিল। কিন্তু এখন আমার কাছে আপনি, আপনার ধর্ম এবং আপনার শহর সবচেয়ে বেশি প্রিয়।” (সুমামা বিন উসাল)

## কুরতা’-র সেনাভিযানের প্রেক্ষাপট এবং সেই সংক্রান্ত দুটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ।

## মাননীয় আব্দুল লতিফ খান সাহেব (যুক্তরাজ্য), মাননীয় তৈয়্যব আহমদ সাহেব শহীদ (রাজানপুর, রাওয়ালপিন্ডি), মুহান্নাদ মুআইয়্যেদ আবু আওয়াদ (ফিলিস্তিন, গাযা), মৌলবী মহম্মদ আইয়ুব বাট সাহেব দরবেশ (কাদিয়ান), মাননীয় ডক্টর মাসউদ আহমদ মালেক (যুক্তরাষ্ট্র) এবং মাননীয় শাব্বীর আহমদ লোধী সাহেব-এর স্মৃতিচারণ ও জানাযার নামায।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা ( ১৩ ফাতাহ,, ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্‌হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনীর বরাতে একটি সারিয়্যা বা সামরিক অভিযানের বিবরণ দেবো যাকে কুরতা-র যুদ্ধাভিযান বলা হয়। এই যুদ্ধাভিযান হিজরী ৬ সনের দশই মুহাররম সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে ত্রিশজন অশ্বারোহী সাহাবীসহ কুরতা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

কুরতা বনু বকর বিন কিলাবের একটি শাখা গোত্র ছিল যারা যারিয়ার নিকটবর্তী বাকরাত নামক স্থানে বসবাস করত। বাকরাত মদীনা থেকে সাত রাতের দূরত্বে অবস্থিত। যারিয়া বনু কিলাবের একটি প্রাচীন গ্রাম ছিল। প্রাচীন রেওয়ায়েতে যা পাওয়া যায় তদনুযায়ী এটিও মদীনা থেকে সাত রাতের দূরত্বে অবস্থিত। এখন তো সেই দূরত্ব অনেকটা কমে গিয়ে থাকবে। একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, যারিয়া মদীনা থেকে এক বা দুই রাতের দূরত্বে অবস্থিত।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬০) (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৬৩-৬৬৪) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৬০,২৬৩) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭১)

উক্ত ত্রিশজন সাহাবীর মধ্যে হযরত আব্বাদ বিন বিশর, হযরত সালামা বিন সালামা এবং হযরত হারেস বিন খাযমা (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী (সা.) এই সৈন্যদলকে রাতের বেলায় সফর করতে ও দিনের বেলায় আত্মগোপনে থাকার এবং শত্রুর ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। যখন তারা শারাবা নামক স্থানে ছিলেন; (শারাবা নাজদ-এর ভেতরেই একটি স্থান ছিল;) তখন তারা কতক অশ্বারোহীকে দেখতে পান। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা তাদের একজন সঙ্গীকে প্রেরণ করেন যেন তিনি তাদের কাছ থেকে জানতে পারেন, তারা কারা? অতঃপর তিনি যান এবং ফিরে এসে বলেন, তারা মুহারেব গোত্রের লোক। তারা কাছেই কোনো একটি স্থানে যাত্রা বিরতি দিয়েছে আর নিজেদের পশুগুলোকে চরানোর জন্য ছেড়ে রেখেছে। মুসলমানরা তাদেরকে এতটা সুযোগ প্রদান করে যে, তাদের পশুগুলো পানির কাছে এসে বসে পড়ে। এরপর মুসলমানরা তাদের ওপর আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে কতককে হত্যাকরে আর বাকিরা পালিয়ে যায়। যারা পলায়ন করেছে তাদের আর পিছু ধাওয়া করা হয় নি। সাহাবীরা উট আর ছাগলগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান আর নারীদেরকে ছেড়ে দেন। অতঃপর সেখান থেকে যাত্রা করেন। এরপর তারা এমন একটি স্থানে পৌঁছেন যেখান থেকে তাদের জন্য বনু বকরের ওপর নজর রাখা সম্ভব। তখন হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) হযরত আয়েয বিন বুসরকে বনু বকর সম্পর্কে খবরাখবর অবগত হওয়ার জন্যপ্রে রণ করেন। হযরত আয়েয ফিরে এসে হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা নিজ সঙ্গীদের নিয়ে বের হন আর বনু বকরের ওপর আক্রমণ করেন। তাদের দশজন লোককে তিনি হত্যা করেন আর উট ও ছাগলগুলোকে হাঁকিয়ে আনেন এবং মদীনার উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা নিজেদের কতক সঙ্গীকে ছাগপালের সাথে পেছনে ছেড়ে আসেন আর উটগুলোকে হাঁকিয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট মদীনায় পৌঁছে যান, পরবর্তীতে ছাগলগুলোও পৌঁছে যায়। মহানবী (সা.) সেগুলো থেকে ‘খুমুস’ আলাদা করেন আর অবশিষ্ট (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামার সাথিদের মাঝে বণ্টন করে দেন। একটি উটকে দশটি ছাগলের সমান ধরা হয়েছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়অর রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭১) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২১৭)

এই ঘটনা ঐতিহাসিক কোনো এক গ্রন্থে লিখিত রয়েছে। যেহেতু এখানে বিশদ বিবরণ নেই তাই (বাহ্যত) মনে হয়, অনেক বড়ো অন্যায় হয়েছে। পরবর্তীতে এর ব্যাখ্যাও বর্ণিত হবে। সর্বমোট দেড়শত উট এবং তিন হাজার ছাগল ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ,২য় খণ্ড, পৃ: ৬০)

উক্ত যুদ্ধাভিযানের জন্য হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা উনিশ রাত মদীনার বাইরে ছিলেন। আর হিজরী ৬ষ্ঠ সনের উনত্রিশে মুহাররম মদীনায় ফিরে আসেন। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৭১)

এর বিস্তারিত বর্ণনায় বিভিন্ন গ্রন্থ এবং ইতিহাস থেকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যা লিখেছেন তা হলো, ষষ্ঠ হিজরী সন মাত্র আরম্ভ হয়েছিল আর চান্দ্র পঞ্জিকার প্রথম মাস অর্থাৎ মুহাররমের প্রাথমিক দিনগুলো ছিল যখন মহানবী (সা.) নাজদবাসীদের পক্ষ থেকে বিপদের সংবাদ পান। এই আশঙ্কা কুরতা গোত্রের পক্ষ থেকে ছিল যারা বনু বকর গোত্রের একটি শাখা ছিল আর নাজদ অঞ্চলের যারিয়া নামকস্থানে বসবাসরত ছিল, যা মদীনা থেকে সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত। এই সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.)তৎক্ষণাৎ ত্রিশজন অশ্বারোহীর ছোট্ট একটি দল নিজের একজন সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামা আনসারীর নেতৃত্বে নাজদ অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা’লা কাফিরদের হৃদয়ে এমন ত্রাস সঞ্চার করেন যে, তারা সামান্য মোকাবিলার পরই পলায়নপর হয়। আর যদিও তৎকালীন যুদ্ধরীতি অনুযায়ী মুসলমানদের কাছে এই সুযোগ ছিল যে, তারা শত্রুদের নারী ও শিশুদের বন্দি করতে পারতো, কেননা শত্রুরা তাদেরকে ফেলে পালিয়েছিল, কিন্তু মুহাম্মদ বিন মাসলামা নারী ও শিশুদের কিছুই করেন নি আর সাধারণ গনিমতের সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন যা ছিল মূলত উট ও ছাগল।” (সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ:৬৬২-৬৬৩)

এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল, তারা শত্রু জাতি ছিল; তারা মদীনায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছিল আর তা প্রতিহত করার জন্য মহানবী (সা.) সাহাবীদের প্রেরণ করেছিলেন। আর সেখানেও তারা এই নম্রতা প্রদর্শন করেছেন যে, নারী ও শিশুদের কিছুই করা হয় নি।

এই ঘটনায় সুমামা বিন উসাল-এর বন্দি হওয়া এবং ইসলাম গ্রহণ করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। কুরতা যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে আসার পথে সুমামা বিন উসাল-এর বন্দি হওয়ার ঘটনা ঘটে। এর বিস্তারিত বিবরণে সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকে লেখা আছে: এই অভিযান অর্থাৎ কুরতা যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে আসার পথে সুমামা বিন উসাল-এর বন্দি হওয়ার ঘটনা ঘটে। এই ব্যক্তি ইয়ামামার অধিবাসী ছিল এবং বনু হানীফা গোত্রের একজন অতি প্রভাবশালী নেতা ছিল। সে ইসলামের প্রতি শত্রুতায় এতটা অগ্রসর ছিল যে, সর্বদা নিরপরাধ মুসলমানদের হত্যা করার সুযোগের সন্ধানে থাকত। যেমন, একবার মহানবী (সা.)-এর একজন দূত তার এলাকায় গেলে সে সমস্ত যুদ্ধনীতিকে উপেক্ষা করে তাকে

হত্যার ষড়যন্ত্র করে। বরং একবার সে স্বয়ং মহানবী (সা.)-কেও হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামার দল যখন সুমামাকে বন্দি করে আনে তখন তারা জানতেন না, এই ব্যক্তি কে। বরং তারা তাকে কেবল সন্দেহের বশে বন্দি করেছিলেন। আর মনে হয় যেন সুমামা-ও একান্ত চতুরতার সাথে তাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ পেতে দেয় নি। কেননা সে জানতো, আমি ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সব অপরাধ করেছি; যদি ইসলামের এই আত্মাভিমানী সৈনিকরা এটিজানতে পারে, আমি কে- তাহলে হয়ত তারা আমার সাথে কঠোরতা করবে অথবা হত্যাই করে ফেলবে। কেননা সে স্বয়ং বহু এমন কাজ করেছিল যেন মুসলমানদের ক্ষতি হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর কাছে সে উত্তম ব্যবহার আশা করছিল। তার ধারণা ছিল, মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে গেলে সেখানে আমার সাথে উত্তম ব্যবহার করা হবে। অতএব মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন মাসলামার দলের কাছে সুমামার পরিচয় অপ্রকাশিত ছিল।

মদীনায় পৌঁছে যখন সুমামাকে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি তাকে দেখেই চিনতে পারেন। আর মুহাম্মদ বিন মাসলামা এবং তার সঙ্গীদের বলেন, তোমরা কি জানো, এই ব্যক্তি কে? তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তখন মহানবী (সা.) তাদের কাছে প্র কৃত চিত্র তুলে ধরেন। এরপর তিনি (সা.) অভ্যাস অনুযায়ী সুমামার সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেন এবং এরপর ঘরের ভেতরে গিয়ে বলেন, খাবারের জন্য যা কিছুই প্রস্তুত আছে তা সুমামার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দাও। একই সাথে তিনি (সা.) সাহাবীদের এই নির্দেশও দেন, সুমামাকে কোনো ভিন্ন বাড়িতে রাখার পরিবর্তে মসজিদে নববীর আঙিনাতেই যেন বন্দি হিসেবে কোনো খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়। তাঁর (সা.) উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর (সা.) বৈঠক এবং মুসলমানদের নামায ইত্যাদি যেন সুমামার চোখের সামনে ফুটে ওঠে আর তার হৃদয় এসব আধ্যাত্মিক দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।"

এভাবে তাকে বাঁধা হয়েছিল; তাকে এমন ভাবে বাঁধা হয় নি যার ফলে সে প্রভাবিত না হয়ে রাগান্বিত হতো। বরং কোমলতার সাথে এবং আলতোভাবে বাঁধা হয়ে থাকবে, যেভাবে একজন বন্দিকে বাঁধা হয় যেন সে হাত-পা নাড়াতে পারে।

"সেই দিনগুলোতে প্রতিদিন সকালবেলা মহানবী (সা.) সুমামার কাছে যেতেন। তার খোঁজ-খবর নেবার পর জানতে চাইতেন, সুমামা বলো, এখন তোমার পরিকল্পনা কী? সুমামা উত্তর দিত, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি আমাকে হত্যা করতে চাইলে সেই অধিকার আপনার আছে, কেননা আমার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তাহলে আপনি আমাকে কৃতজ্ঞ পাবেন। আর যদি আপনি ফিদিয়া বা মুক্তিপণ গ্রহণ করতে চান তাহলে আমি ফিদিয়া দিতেও প্রস্তুত আছি। তিন দিনপর্যন্ত একই প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। অবশেষে তৃতীয় দিন মহানবী (সা.) স্বয়ং সাহাবীদের বলেন, সুমামার বাঁধন মুক্ত করে দাও। সাহাবীরা সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করে দেন আর সুমামাত্বরিৎ মসজিদ থেকে বাইরে চলে যায়। সাহাবীরা ভেবেছিলেন, সে হয়ত স্বদেশের উদ্দেশ্যে ফেরত চলে যাবে। কিন্তু মহানবী (সা.) অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, সুমামার হৃদয় এখন ইসলামের বশীভূত; এখন তার ওপর মহানবী (সা.) পবিত্রকরণ শক্তির প্রভাব পড়েছে, আর ফলাফলও এটিই প্রকাশ পেয়েছে। এরপর লিখেছেন, সে নিকটস্থ একটি বাগানে যায় এবং সেখান থেকে গোসল ইত্যাদি করে ফিরে আসে আর এসেই মহানবী (সা.)-এর হাতে (বয়আত করে) মুসলমান হয়ে যায়। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর সকাশে নিবেদন করে,

"হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! একটা সময় এমন ছিল যখন সমগ্র পৃথিবীতে আপনি, আপনার ধর্ম, এবং আপনার শহরের প্রতি আমার সবচেয়ে বেশি শত্রুতা ছিল। কিন্তু এখন আমার কাছে আপনি, আপনার ধর্ম এবং আপনার শহর সবচেয়ে বেশি প্রিয়।"

সেদিন অপরাহ্নে যখন নিয়মমাফিক সুমামার জন্য খাবার আসে তখন তিনি অল্প একটু খাবার খেয়ে রেখে দেন। এতে সাহাবীরা খুবই অবাক হন (আর বলতে থাকেন,) আজ পর্যন্ত তো সুমামা অনেক বেশি খাবার খেতো। তাকে আটকে রাখা ছিল, বাঁধা ছিল। এথেকে এটিও প্রমাণ হয় যে, তাকে এমনভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল যে, সে পানাহার করতে পারতো এবং খাবারের দিক দিয়ে তার যথেষ্ট যত্ন-আত্তি করা হতো। যাহোক, সে স্বল্প আহার করে কিন্তু পূর্বে অনেক বেশি খেতো, পেটুক ছিল। একথা মহানবী (সা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি (সা.) বলেন, (আজ) সকাল পর্যন্ত সুমামা কাফিরদের মতো আহার করতো কিন্তু এখন সে একজন মুসলমানের মতো আহার করেছে। আর তিনি (সা.) এভাবে এর ব্যাখ্যা করেন যে, কাফির সাত অন্ত্র পূর্ণ করে খায়, কিন্তু মুসলমানরা শুধু এক অন্ত্র ভরে খায়। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, যেখানে এক কাফির পার্থিব সুখ-সম্ভোগে মত্ত থাকে, যেন তাতেই নিমজ্জিত থাকে, সেখানে একজন সত্যিকার মুসলমান জীবিত থাকার জন্য যতটা প্রয়োজন নিজের দৈহিক চাহিদাকে কেবল তাতেই সীমিত রাখে। কেননা সে সত্যিকার আনন্দ কেবল ধর্মের মাঝেই লাভ করে। এটিও স্মরণ রাখা উচিত, সাত বলতে এখানে অঙ্কের সংখ্যা বোঝানো হয় নি, বরং আরবী বাগধারায় সাত সংখ্যাটি আধিক্য এবং পূর্ণতার অর্থ প্রকাশের জন্যও ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো, কাফির জাগতিক ভোগবিলাসে মত্ত থাকে আর তার পূর্ণ মনোযোগ পার্থিবতার পেছনে ব্যয় হয়, কিন্তু একজন মুমিন নিজেকে জাগতিক ভোগবিলাস থেকে নিবৃত্ত রাখে এবং সত্যিকার চাহিদার পরিধি লঙ্ঘন করে না, কেননা তার প্র কৃত সুখ ও আনন্দের জগৎ ভিন্ন। এইশিক্ষাটি মহানবী (সা.)-এর স্বভাবজ আকর্ষণ এবং তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের এক প্রকৃষ্ট দর্পণ।

মুসলমান হওয়ার পর সুমামা মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনার লোকেরা যখন আমাকে বন্দি করেছিলেন তখন আমি উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। এখন আমার জন্য আপনার নির্দেশ কী? তিনি (সা.) তাকে অনুমতি দেন এবং দোয়া করেন আর সুমামা মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছে সুমামা (রা.) ঈমানের উদ্দীপনায় কুরাইশের মাঝে প্রকাশ্যে তবলীগ করতে আরম্ভ করেন। (বিরোধিতা ঈমানী উদ্দীপনায় রূপ নেয়।) এই দৃশ্য দেখে কুরাইশের চোখ রক্তিম হয়ে যায় আর তারা সুমামাকে আটক করে তাকে হত্যা করার সংকল্প করে। কিন্তু একথা চিন্তা করে যে, সে ইয়ামামা অঞ্চলের নেতা, আর ইয়ামামার সাথে মক্কার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে; তাই তারা এই পরিকল্পনা থেকে বিরত হয় আর সুমামাকে গালমন্দ করে ছেড়ে দেয়। কিন্তু সুমামার প্রকৃতিতে তখন (ঈমানের) গভীর উদ্দীপনা বিরাজ করছিল আর কুরাইশের সেসব অত্যাচার-নিপীড়ন যা তারা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর করত তা সবই সুমামার চোখের সামনে ভাসছিল। (তাই) তিনি মক্কা থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কুরাইশকে বলেন,

"খোদার কসম! মহানবী (সা.) অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত আগামীতে তোমরা ইয়ামামার অঞ্চল থেকে একটি শস্যদানাও পাবে না।"

স্বদেশে ফিরে সুমামা সত্যি সত্যিই ইয়ামামা অঞ্চল থেকে মক্কাগামী সকল (বাণিজ্যিক) কাফেলার যাতায়াত বন্ধ করে দেন। আর যেহেতু মক্কার খাদ্যশস্যের একটি বৃহৎ অংশ ইয়ামামা থেকে আসত তাই এই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মক্কার কুরাইশ কঠিন বিপদে পড়ে যায়। স্বল্পকাল অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তারা বিচলিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে পত্র লেখে যে, আপনি সর্বদা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দেন আর আমরা আপনার আত্মীয়-স্বজন; আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তখন মক্কার কুরাইশ এতটাই বিচলিত ছিল যে, তারা কেবল পত্র লিখেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং তাদের নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবকেও মহানবী (সা.)-এর সমীপে প্রেরণ করে। সে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে মৌখিকভাবেও অনেক অনুনয়-বিনয় ও হাহুতাশ করে এবং নিজেদের বিপদের বিবরণ দিয়ে দয়া ভিক্ষা চায়। তখন মহানবী (সা.) সুমামা বিন উসাল (রা.)-কে নির্দেশনা প্রেরণ করেন, কুরাইশের যেসব কাফেলার কাছে মক্কাবাসীদের খাদ্যসামগ্রী থাকবে সেগুলোকে যেন আটকে রাখা না হয়। ফলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের ধারা পুনরায় বহাল হয় এবং মক্কাবাসীরা এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পায়। এই ঘটনা একদিকে যেমন মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় দয়া, অনুগ্রহ ও মার্জনার এক সুস্পষ্ট প্রমাণ, তেমনিভাবে (এটি) একথাও প্রমাণ করে যে, প্রথমদিকে মহানবী (সা.) কুরাইশের বাণিজ্যিক কাফেলাকে বাধা দেওয়ার যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন তা কুরাইশকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিয়ে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং মূল উদ্দেশ্য ছিল মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কুরাইশের (আক্রমণের) আশঙ্কা থেকে নিরাপদ রাখা। এ ঘটনা থেকে এটিও সাব্যস্ত হয় যে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে এটি পছন্দনীয় নয় যে, যুদ্ধরত শত্রুর সাথেও সাকুল্য যোগাযোগ বা পত্র ইত্যাদি বিনিময় এমনভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে যার ফলে তারা (মৌলিক) খাদ্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে বা

## যুগ ইমামের বাণী

**সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রু-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)**

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

অন্ন-পানীয় থেকে বঞ্চিত হবে, আহার্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। তবে যুদ্ধাস্ত্র আমদানি-রপ্তানি বা পানাহারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ব্যতীত অন্যান্য পণ্য আমদানি-রপ্তানির ধারা সামরিক প্রয়োজনে রুখে দেওয়া যেতে পারে।”

কিন্তু আধুনিক বিশ্ব অদ্ভুত খেল খেলছে। যুদ্ধের সময় দরিদ্র ও অসহায় বেসামরিক লোকদের কাছে এ অজুহাতে খাবারও পৌঁছতে দিচ্ছে না যে, সেখানে সন্ত্রাসীরা রয়েছে, অমুক বা তমুক ছিল। যাহোক, এটি হচ্ছে জগতপূজারীদের কাজ, কিন্তু ইসলামের শিক্ষা এমনটি নয়। পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, শত্রুপক্ষ মুসলমানদের খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তাহলে কুরআনের মৌলিক নীতি হলো جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثۡلُهَا (সুরা শূরা: ৪১) এই নিয়মের অধীনে (শত্রুপক্ষের খাদ্য) সরবরাহ বন্ধ করাও বৈধ হবে,কেননা এটি হবে পাল্টা প্রতিশোধ।

“যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, সুমামা বিন উসাল নিজ এলাকার একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তার তবলীগের কল্যাণে ইয়ামামার বহু মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের নিকটবর্তী সময়ে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র খিলাফতের সূচনাকালে নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লামা কাযযাবের অনুসরণে যখন ইয়ামামার বহু মরুবাসী ইসলামধর্ম ত্যাগ করে, তখন সুমামা কেবল নিজেই যে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তা-ই নয়, বরং তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টায় বহু লোককে মুসায়লামার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত রেখেছেন এবং মুসায়লামার নৈরাজ্য নির্মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।”

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, পৃ: ৬৬৩-৬৬৬)

এ হলো এই যুদ্ধাভিযানের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা।

আজ কয়েকজনের জানাযার নামাযও পড়াবো।

একটি হাযের জানাযা রয়েছে, [হুযূর (আই.) এপর্যায়ে, জানাযা এসেছে কি-না তা জানতে চান।]

হাযের জানাযা মুকাররম আব্দুল লতিফ খান সাহেবের যিনি মিডলসেক্সের রিজিওনাল আমীরও ছিলেন। গত ১১ ডিসেম্বর তিনি ৮৫ (পঁচাশি) বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন; ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহ রাজেউন’***। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মুহাম্মদ জহুর খান সাহেব পাটিয়ালভী (রা.)-র পুত্র এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-র (ব্যক্তিগত) চিকিৎসক হযরত হাশমতুল্লাহ্ খান সাহেবের ভাতিজা ছিলেন। আব্দুল লতিফ খান সাহেব ছিলেন যুক্তরাজ্য জামা’তের প্রারম্ভিক সদস্যদের একজন। তিনি ৫৫ বছর স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন। হাউন্সলো জামা’তের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে সেক্রেটারি ওসিয়্যত, সেক্রেটারি তবলীগ, সেক্রেটারি রিশতানাতা এবং রিজিওনাল আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

মরহুম নামায ও রোযায় নিয়মিত ছিলেন এবং উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন সহমর্মী, মিশুক, মিষ্টভাষী, কঠোর পরিশ্রমী, অনুগত, পুণ্যবান এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। খিলাফতের সাথেও খুব গভীর সুসম্পর্ক ছিল। জামা’তের সেবার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত থাকতেন। নিজ অঞ্চলে নির্মিত সমস্ত মসজিদের জন্য অনুদান সংগ্রহে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবলীগের প্রতি ভীষণ আগ্রহ রাখতেন। হাউন্সলোয় হিন্দু ও শিখদের সাথে সুসম্পর্ক ছিল এবং সর্বদা জামা’তের প্রোগ্রামগুলোতে অনেক অতিথি নিয়ে আসতেন। মরহুম মূসী ছিলেন। মরহুম তার অবর্তমানে দুই মেয়ে ও চার ছেলে রেখে গেছেন। তারাও (অর্থাৎ ছেলেরা) জামা’তের কাজ করছেন। এছাড়া কয়েকজন দৌহিত্র ও দৌহিত্রী, নাতিনাতনী আছে। এককথায় তার বংশধারা বেশ বিস্তৃত। আল্লাহ্ মরহুমের সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানাদি ও বংশধরদের বিশ্বস্ততার সাথে খিলাফত ও জামা’তের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মনজুর আহমদ সাহেবের পুত্র শহীদ তৈয়্যব আহমদ সাহেবের গায়েবানা জানাযা যিনি রাজেনপুর অধিবাসী; বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডিতে বসবাস করছিলেন। তৈয়ব আহমদ সাহেবকে শহীদ করে দেয়, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহ রাজেউন’***। বিস্তারিত তথ্য অনুযায়ী, শহীদ তৈয়্যব আহমদ কিছুদিন পূর্বে রাজেনপুর থেকে রাওয়ালপিন্ডিতে তার ভাই তাহের আহমদ কামারকে ব্যবসায়িক কাজে সহায়তা করতে এসেছিলেন। শহীদ মরহুম ভাইয়ের দোকানে বসে ছিলেন, এমন সময় এক আগন্তুক সেখানে এসে শহীদ মরহুমের সঙ্গে তর্কাতর্কি জুড়ে দেয়। শহীদ মরহুম উল্লিখিত ব্যক্তিকে বলেন, আপনি আমার সাথে কেন ঝগড়া করছেন? আমি তো এখানে অতিথি হয়ে এসেছি। তা সত্ত্বেও আক্রমণকারী কোনো ভ্রুক্ষেপ করে নি। মাথায়, ঘাড়ে এবং পিঠে কুড়াল দিয়ে কোপাতে থাকে। ফলে তৈয়্যব আহমদ সাহেব ঘটনাস্থলে শহীদ হয়ে যান।

শহীদ মরহুমের ভাই তাহের আহমদ কামার সাহেব যিনি ঘটনাস্থল হতে একটু দূরে ছিলেন, ভাইয়ের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসলে ঘাতক তার দিকেও কুড়াল নিয়ে (আঘাত করতে) এগিয়ে আসে। যাহোক, তিনি অনেক কষ্টে নিজ প্রাণ রক্ষা করেন। এ ঘটনার সময় হত্যাকারী জামা’তবিরোধী স্লোগান দিচ্ছিল। সে বলছিল, ‘কাদিয়ানীরা! তোমাদের বার বার বলেছি তোমরা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাও’। যাহোক, আক্রমণ শেষে ঘাতক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে পুলিশ ঘাতককে গ্রেফতার করে। দেখা যাক, মামলার ফলাফল কী হয়!

শহীদ মরহুমের ভাই তাহের আহমদ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ব্যাবসার উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিন্ডিতে বসবাস করেন। তিনি জানান, গত এক বছর যাবৎ বিরোধিতা ও হুমকিধমকির কারণে এই পরিবারকে চার বার ব্যাবসার স্থান পরিবর্তন করতে হয়। তিন মাস পূর্বে ভাড়া বাসা থেকেও বের করে দেওয়া হয়। বিরোধীরা বারবার (দোকানে) পাথর নিক্ষেপ করে আর তাদের ব্যবসায়িক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। ভিত্তিহীন অপবাদ দিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। পুলিশ তাদেরকে কয়েকবার (থানায়) তলব করে। এই সকল পরিস্থিতি তারা অতি সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেন।

শহীদ মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াত আসে তার প্রপিতামহ কাদিয়ান নিবাসী উমর দীন সাহেবের মাধ্যমে। শহীদ মরহুমের দাদা আহমদ দীন সাহেবের মিস্ত্রি হিসেবে মিনারাতুল মসীহর নির্মাণে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ হয়।ফুরকান ব্যাটিলিয়ান-এও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে হিজরতের সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র কাফেলায় অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। পাকিস্তানে আসার পর তিনি রহীম ইয়ার খানের ‘কান্ধারা সিং’-এ জামা’ত প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে জামা’তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। সেখানে ‘আহমদীয়া বায়তুষ যিকর’ নির্মাণে বিশেষ অবদান রাখেন।

শহীদ মরহুম অসুস্থতার কারণে লেখাপড়া করতে পারেন নাই। তবে তিনি কিছুটা লিখতে ও পড়তে পারতেন। সাদাসিধে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। চাষাবাদ ও কায়িক শ্রম ছিল তাঁর জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। শহীদ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তাহাজ্জুদের নামাযে নিয়মিত ছিলেন। পরিবারের সবাইকে নামাযের জন্য উপদেশ দিতে থাকতেন। খিলাফতের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিলো। পিতামাতার অনেক সেবা করতেন। আত্মীয়দের প্রতি সহমর্মিতার গুণ ছিল তার মাঝে লক্ষণীয়। জুমার নামাযের প্রতিবিশেষ যত্নবান ছিলেন। প্রথম সময়ে মসজিদে পৌছে যেতেন। শহীদ মরহুমের পিতা মঞ্জুর আহমদ সাহেব বলেন, যৌবনের প্রারম্ভে তিনি একবার এশার নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েন। শহীদ মরহুম স্বপ্নে দেখেন, কেউ তাকে কঠোরতার সাথে উঠিয়ে বলে, নামায কেন পড়ো নাই?তিনি বলেন, শহীদ মরহুম এরপর কখনও কোনো নামায পড়েন নি বলে মনে হয়না, বরং তাহাজ্জুদের নামাযেও নিয়মিত ছিলেন। মরহুমের সহধর্মিণী গাযালা সাহেবা বলেন, পাঁচ-ছয় বছর পূর্বে আমাদের বিয়ে হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে আমাকে নামাযের বিষয়ে উপদেশ দিয়ে বলতেন, নিয়মিত নামায আদায় কোরো।

জেলা মুরব্বী মাহমুদ আহমদ রিন্দ সাহেব বলেন, শহীদ মরহুমের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতে তিনি বলেন, জামা’তের সেবার জন্য আমি সদা প্রস্তুত আছি। আমার প্রয়োজন হলে আমাকে অবশ্যই বলবেন। শহীদ মরহুম ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অনেক ভালোবাসতেন।

## যুগ ইমামের বাণী

**তোমাদের আদর্শ তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’লা বলেন, কোনও ব্যবসা বা কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।”**

**(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)**

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

## যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

তিনি সাদা মনের ও স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। মসজিদে প্রবেশের পর সুন্নত নামায আদায় করে যিকরে ইলাহীতে মগ্ন থাকতেন। মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতা (মনজুর আহমদ সাহেব), মাতা মাকসুদা বিবি সাহেবা, সহধর্মিণী গাযালা সাহেবা এবং দুই ভাই রয়েছেন। তার এক ভাই মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। মরহুমের কোনো সন্তান ছিল না। একইভাবে মরহুমের দুই বোনও রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য দান করুন।

দ্বিতীয় গায়েবানা জানাযা ফিলিস্তিনের গাজার স্নেহের মুহান্নাদ মুআইয়েদ আবু আওয়াদের। তিনিও একটি ড্রোন হামলায় বিশ বছর বয়সে শহীদ হয়েছেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন'***।

কাবাবীর জামা'তের আমীর শরীফ আওদা সাহেব লেখেন, মুহান্নাদ মুআইয়েদ আবু আওয়াদ কুড়ি বছর বয়সী লাজুক প্রকৃতির, স্বল্পভাষী, যুদ্ধাবস্থা সত্ত্বেও সর্বদা উত্তম বেশভূষাধারী, ইতিবাচক মনোবৃত্তির এক যুবক ছিলেন। তিনি নিজ পিতা-মাতার সাথে গাজার দক্ষিণে খান ইউনুস-এর নিকটে হিউম্যানিটি ফার্স্টের ক্যাম্পের একটি তাঁবুতে থাকতেন। হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে কাজও করতেন, লোকদের সেবাও করতেন। শুধু নিজেই ক্যাম্পে থাকতেন না, বরং হিউম্যানিটি ফার্স্টের সদস্যরা বলে, সে আমাদের একজন ভালো কর্মী ছিল। তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার পিতা মুআইয়েদ সাহেবের মাধ্যমে হয়েছিল, যিনি সম্ভবত ২০০৯-২০১০ সালে নিজের পরিবারসহ বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, মরহুম মুহান্নাদ হিউম্যানিটি ফার্স্টের টিমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। খুবই উদ্যমী কর্মী ছিলেন। মুহান্নাদ নিজ পরিবারের কষ্ট ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন এবং সেগুলো নিরসনে সচেষ্ট থাকতেন। খাবারের জন্য সে এলাকায় কিছু ছিল না। এজন্যসেখানে কোথাও থেকে এক গ্রাস খাবার পাওয়া স্বর্গীয় আশির্বাদের চেয়ে কম ছিল না। বর্তমানে সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। ইসরাঈল সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্যভর্তি ট্রাকের গাজায় প্রবেশের বিষয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সাহায্যের জন্য যেসব ট্রাক যায় সেগুলো আটকে দেওয়া হয়। শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে মুহান্নাদ গাজার দক্ষিণে রাফা এলাকায় খাবারের খোঁজে যায়। সেই এলাকায় খাদ্যসাহায্য-বোঝাই ট্রাক পার হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় হামলা করে সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয় অথবা লুট করা হয়। এজন্য কিছু যুবক সেই এলাকায় যায়, যদি ধ্বংসস্তূপ থেকে কোনো খাবারের সন্ধান পাওয়া যায়।কখনো কখনো সেখানে মাটিতে মিশে যাওয়া আটা পাওয়া যায়। পাওয়া গেলেও ধুলোমাটি মিশ্রিত; কিন্তু এটিও তাদের জন্য একটি অসাধারণ নেয়ামত হয়ে থাকে। মুহান্নাদ একবার সেখানে যখন যায় তখন সৌভাগ্যক্রমে সেখান থেকে নিজ পরিবার ও প্রতিবেশীদের জন্য কিছু আটা সে পায়, সেটা নিয়ে ঘরে ফেরে। মা-ও খুশি ছিল; কয়েকজন লোকের প্রাণ রক্ষায় কাজে আসবে। কিন্তু তার পিতা তাকে ধমক দেন- দ্বিতীয়বার যাবে না। কেননা সেখান থেকে ফেরত আসাটাও মুজিযার চেয়ে কম নয়। তুমি এখনো যুবক এবং জীবনে আরো বহু কিছু করতে হবে। এজন্য এটি কোনো যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নয় যে, তুমি সেখানে কয়েক কেজি আটার জন্য চলে যাবে এবং নিজের জীবনকে হুমকির মাঝে ফেলবে। যাইহোক, ৩ ডিসেম্বর আবার সে তার বন্ধুদের সাথে, দুইজন সঙ্গীর সাথে খাবারের সন্ধানে সেখানে যায়। সেখানে এক ফিলিস্তিনী ভাইয়ের লাশ দেখতে পায়। সেখানে গেলে আশেপাশের কয়েকটি রাস্তার কুকুর লাশটিকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল। তারা এটাতে খুব দুঃখিত হয় এবং নিজেদের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যায়। তারা লাশ ওঠায় এবং সেটিকে একটি এম্বুলেন্স পর্যন্ত পৌঁছায়, যেন নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাফন করা যায়। সে সময় সেখানে তারা একজন আহত নারী ও তার মেয়ের আহাজারি শুনতে পায় যারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল। তারা আহতও ছিল। তারা তিনজন লাশটি অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে স্ট্রেচার নিয়ে আহত মা ও মেয়েকে আনতে ফেরত যায়। একজন আহতকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ইসরাঈলী বিমান হঠাৎ তাদের ওপর মিসাইল নিক্ষেপ করে। মুহান্নাদ, তার এক সাথি এবং দুই আহত মা ও মেয়ে ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যায়। তৃতীয় সঙ্গী বেঁচে যায়। সে এই পুরো বেদনাদায়ক ঘটনা শোনায়। সে বলে, এটি তার খুবই দুঃখ, যে ব্যক্তিই মুহান্নাদ ও তার সঙ্গীদের লাশ উঠাতে গিয়েছিল সে-ই মারা পড়েছে। শেষে তাদের লাশ গতকাল একটি হাসপাতালে পায়। একদিন পূর্বে পেয়েছে।

শহীদের পিতা মুআইয়েদ সাহেব জামা'তের একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও বিনয়ী সদস্য। তিনি সর্বদা সেবার মানসে জামা'তের কাজ সন্ধানে রত থাকেন। এখানে হিউম্যানিটি ফার্স্টের একটি ক্যাম্পে নামাযের স্থানটি কাউকে পরিষ্কার করতে দেন না, বরং তা নিজেই করেন। সর্বদা নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেন।

তার পিতাকেও আহমদীয়াত গ্রহণের পরে শত প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে হয়েছে। কেননা তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে তিনি বিভিন্ন মসজিদে গিয়ে ঘোষণা দিতেন- মসীহ্ এসে গেছেন। অধিকাংশ সময় তিনি এ কারণে অত্যাচারিত হয়েছেন। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ওপর ঈমান আনার কারণে স্থানীয় সরকার তাকে মুরতাদ (ধর্মচ্যুত) হওয়ার অপবাদ আরোপ করে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত কারাবন্দি রাখে। কিন্তু তিনি সমস্ত বিপদের মাঝে অবিচল ছিলেন। তাঁর ঈমানে বিন্দুমাত্র হেরফের হয় নি। গ্রেফতারের সময় একজন তদন্তকারী সদস্য তাঁর কানে ঘুষি মারে।এরপর থেকে তিনি সেই কানে একেবারেই শুনতে পেতেন না। যাহোক, শহীদ মরহুমের পিতাও বিশাল কুরবানি করেছেন। এ পরিবার জামা'তের স্বার্থে, নিজেদের ঈমানের স্বার্থে বিরাট কুরবানি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও ভবিষ্যতের সকল বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখুন এবং শহীদ মরহুমের পদমর্যাদাও উন্নীত করুন।

পরবর্তী জানাযা কাদিয়ানের দরবেশ মৌলভী মুহাম্মদ আইয়ুব বাট সাহেবের, যিনি কয়েক দিন পূর্বে কাদিয়ানে একশ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন'***।

আইয়ুব বাট সাহেব একবার সাক্ষাৎকারে লিখিয়েছেন যে, তাঁর মা শ্রদ্ধেয়া করীম বিবি সাহেবার মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াত এসেছিল। তিনি ছিলেন কাশ্মীরের মিরপুর নিবাসী। তাঁর এক ভাই সৈয়্যদ আরশাদ আলী সাহেব কাদিয়ান থেকে শিক্ষা লাভ করে যান। তাঁর তবলীগে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর পিতাও বয়আত করেন। দরবেশ আইয়ুব বাট সাহেবের লেখা অনুযায়ী মরহুমযৌবনকালে স্বপ্নে মহানবী (সা.)-কে অশ্বারোহী অবস্থায় দেখেন। তাঁর মা এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ধর্মের কাজ করার তৌফিক দান করবেন। ১৯৩৯ সালে মৌলভী সাহেব নিজের জীবন ওয়াকফ (উৎসর্গ) করেন। ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে তাঁকে ইরান যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেখানে পাঁচ বছর ধর্মের সেবায় রত থাকেন। অতঃপর আফগানিস্তানের কাবুলে যাবার আদেশ হয়। কাবুল গমনের উদ্দেশ্যে তিনি কোয়েটাতে অবস্থান করছিলেন। এমতাবস্থায় আহমদীয়া জামা'ত কোয়েটার আমীর সাহেব তাঁকে বলেন, আপনাকে কাদিয়ান তলব করা হয়েছে। সময়টি ছিল দেশ-বিভাগের; ভারতপাকিস্তান ভাগ হচ্ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হিজরত করে লাহোরে অবস্থান করছিলেন। মৌলভী সাহেব যখন লাহোরে পৌঁছেন তখন তাঁকে বলা হয়, কাদিয়ান যাবার উদ্দেশ্যে এটাই শেষ ট্রাক যাচ্ছে, এরপর হয়তো আর কোনো ট্রাক যেতে পারবে না। তাই আপনি কাদিয়ান চলে যান। কাদিয়ান পৌঁছে মৌলভী সাহেব বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তার ডিউটি দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র ভারতে তবলীগি কার্যক্রমের অধীনে প্রেরিত মোয়াল্লেমদের সাথে তাঁকেও প্রেরণ করা হয়। তাঁকে উত্তর প্রদেশের ঝাঁসিতে পাঠানো হয়। তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে তবলীগের দায়িত্ব পালন করেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বন্ধুদের সাথেও তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। বর্ণনা করা হয়, একবার এক হিন্দু গুরু অসুস্থ হন। তার মুরিদ (শিষ্য) মৌলভী সাহেবকে বলে, কোনো ঔষধ দিন। তিনি বলেন, ঠিক আছে, (পরদিন) সকালে এসো। তিনি বলেন, আমি দোয়া করি। রাতে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-কে স্বপ্নে দেখি আর তিনি (রা.) তাঁর ঔষধের বাক্স খুলে বলেন, এই ঔষধটি দিয়ে দাও। মৌলভী সাহেব মরহুম বর্ণনা করেন, আমি ভোরে যখন উঠি তখন সেই শিশিটি আমার হাতে ছিল। অতঃপর আমি সেখান থেকে তিনটি ডোজ গুরুজিকে দিয়ে দিই এবং তিনি সুস্থ হয়ে যান।

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

**আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং অনুধাবন করে, সে ধনী; তার কোনও দারিদ্রের ভয় নেই।**

**(সুনান সাঈদ বিন মনসুর)**

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

## যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে যারা সম্পর্ক স্থাপন করে, আল্লাহ তা'লা তাদের পথ-প্রদর্শন করেন।

*-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯*

দোয়াপ্রার্থী: Noo Jahan Begum, Kolkata

হিন্দুস্তানের বিভিন্ন স্থানে তিনি সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন আর কর্মক্ষেত্রে থাকাকালে তিনি হোমিওপ্যাথির ডিগ্রিও লাভ করেন। তার মাধ্যমে অনেক পুণ্যবান মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্যও লাভ করে। তার এক পুত্র ডাক্তার মাহমুদ আহমদ বাট সাহেব ও তার স্ত্রী অর্থাৎ বাট সাহেবের পুত্রবধু ডাক্তার মঞ্জু বাটওয়াকেফে যিন্দেগী। তিনি দীর্ঘকাল ঘানায় সেবা প্রদান করেছেন আর বর্তমানে কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে সেবা প্রদান করছেন। একইভাবে তার দ্বিতীয় পুত্রও ডাক্তার যিনি আমেরিকায় বসবাস করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাঁর সন্তানাদি এবং বংশধরদেরও তাঁর পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুকাররম ডাক্তার মাসুদ আহমদ মালেক সাহেবের, যিনি আমেরিকা জামা'তের প্রাক্তন নায়েবে আমীর ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ছিয়াশি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন'।*** আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসিয়্যতকারী ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত আলহাজ্জ মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের প্রপৌত্র এবং মালেক আব্দুর রহমান সাহেবেরপৌত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওসিয়্যতকারী ছিলেন এবং ২০০০ সালে হজ্জব্রত পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন তিনি। তিনি পাকিস্তান থেকে পড়ালেখা শেষ করে আমেরিকায় চলে যান। সেখান থেকে নেবরাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন বিষয়ে পিএইচডি করেন। এরপর বিভিন্ন স্থানে চাকরি করেন। মরহুম ২০১৩ সাল থেকে নিয়ে আমৃত্যু আমেরিকা জামা'তের নায়েবে আমীর হিসেবে জামা'তের সেবা করেন। ১৯৮৮ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত আমেরিকা জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারি হিসাবে সেবা প্রদান করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া বিভিন্ন জামা'তে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওয়াশিংটন জামা'তেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-র পুস্তক Revelation Rationality Knowledge and Truth-এর জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাময়িকী থেকে উদ্ধৃতি খোঁজার জন্য তিনি নিজের টিম নিয়ে সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার কাছ থেকেও কাজ নিয়েছিলেন এবং একাজ কয়েক বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমেরিকা জামা'তের আমীর সাহেব লেখেন, ডাক্তার সাহেব কয়েক দশক ধরে আমেরিকা জামা'তের জন্য পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সেবাপ্রদান করে আসছিলেন। খিলাফতের প্রতি পূর্ণ অনুগত ও আনুগত্যশীল আর যুগ-খলীফার ডাকে সদা সাড়া প্রদানকারী এবং জামা'তের নেযামের পূর্ণ জ্ঞান রাখতেন আর এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। তাকে সর্বদা জামা'তের নেযামের প্রতি অনুগত পেয়েছি।

তাঁর স্ত্রী ফরিদা সাহেবা বলেন, মালেক সাহেব নিজের বেশিরভাগ সময় ধর্মের কাজে ব্যয় করার চেষ্টা করতেন। সপ্তাহে চার দিন দশ ঘণ্টা করে চাকরি করতেন যেন শুক্র, শনি এবং রবিবার নিয়মিত সারা দিন জেনারেল সেক্রেটারি দপ্তরে কাজ করতে পারেন। কর্মস্থলে দশ ঘণ্টা কাজ করার পর অনেক সময় সোজা মসজিদে চলে আসতেন। গভীর রাত পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। তিনি বলেন, দপ্তরে যাবার সময়একথা ভেবে নাস্তাও গাড়িতে নিয়ে যেতেন যে, (এর ফলে) সময় বাঁচবে আর জামা'তের কাজ করতে পারব।

জামা'তের সম্পদ সুরক্ষা এবং খরচাদির ক্ষেত্রেও অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতেন, বরং তিনি এক বন্ধুকে অর্থাৎ এক কর্মচারীকে বলেন, জামা'তে স্বাচ্ছন্দ্য এসে গেছে ঠিকই, কিন্তু যে সাবধানতার সাথে খরচ করা উচিত, অনেক মানুষ সেভাবে করে না, অপ্রয়োজনীয় খরচ করে। পুরনো লোকদের এ নিয়ে গভীর দুঃখ হয় যে, জামা'তী অর্থ যেভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত অনেক সময় সেভাবে ব্যবহৃত হয় না। এ বিষয়ের প্রতিও সকল কর্মকর্তার দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

তাঁর মেয়ে সারা বলেন, মরহুমকে সর্বক্ষণ জামা'তের সেবায় ব্যস্ত দেখেছি। ঘরে তিনি তাঁর টেবিলের সামনে বড়ো একটি সাইনবোর্ড লাগিয়ে রেখেছিলেন যাতে লেখা ছিল, What have I done today in the service of my Jama'at? আর মরহুম সত্যিই প্রতিদিন জামা'তের সেবায় ব্যস্ত থেকেছেন।

তাঁর ভাই মালেক মুবারক সাহেব বলেন, বায়তুর রহমান-এর নির্মাণ সম্পন্ন হবার পর প্রতিদিন কর্মস্থল থেকে সোজা মসজিদে আসতেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত জামা'তের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। বিশেষ করে মজলিসে শূরার দিনগুলোতে তাঁর দায়িত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পেত। বেশ কয়েক সপ্তাহ দীর্ঘসময় জামা'তের কাজে ব্যয় করতেন। তাকে চেনেন এমন অনেক মানুষ লিখেছেন, জামা'তের নেযামের প্রতি তাঁর হৃদয়ে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও সম্মান নিহিত ছিল। নিজের সন্তানদের মাঝেও জামা'তের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। নিজেও তাকওয়ার (খোদাভীতি) পথে পদচারণা করতেন এবং নিজ সন্তানদেরও এর উপদেশ প্রদান করতেন। নিকটাত্মীয় এবং দূরের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা তাঁর বড়ো এক গুণ ছিল। অভাবীদের সর্বদা সাহায্য করতেন এবং অসুস্থদের সর্বপ্রথম দেখতে যেতেন। অত্যন্ত বিনয়ী, অতিথিপরায়ণ, জ্ঞানী, নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। প্রতিটি কাজ বিস্তারিত খুঁটিনাটি সামনে রেখে সম্পাদন করতেন। নিজ দায়িত্ব বুঝে পালন করতেন। মসজিদে বেশি বেশি সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন, পদমর্যাদায় উন্নীত করুন। তাঁর সন্তানসন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও তাঁর পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ মুকাররম শাব্বির আহমদ লোধী সাহেবের, যিনি মরহুম মিয়া মুহাম্মদ শাফী সাহেবের পুত্র এবং আমাদের এক মুরব্বী সিলসিলাহ ফাররুখ শাব্বির লোধী সাহেবের পিতা ছিলেন। সম্প্রতি বাষট্টি বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, ***ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন'।***

তাঁর বংশে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন তাঁর দাদা নাঙ্গাল নিবাসী মিয়া শিহাবুদ্দীন সাহেব লোধীর মাধ্যমে হয়। খিলাফতে সানীয়ার প্রাথমিক যুগে বয়আত করে তাঁর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। মরহুম মূসী ছিলেন।

বড়ো পুত্র ফাররুখ শাব্বির লোধী মুবাল্লেগ সিলসিলাহ হিসেবে লাইবেরিয়ায় আছেন। বিগত কয়েক বছর যাবৎ তিনি সেখানে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন এবং কর্মক্ষেত্রে অবস্থান করার কারণে নিজের পিতার জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। ফাররুখ শাব্বির লোধী সাহেব তাঁর পিতা সম্পর্কে লেখেন, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে তাহাজ্জুদ আদায়কারী, পাঁচবেলা নামায আদায়কারী, যথাসম্ভব বাজামা'ত নামায আদায়কারী, ধর্ম কে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দানকারী, কুরআন তিলাওয়াতকারী, জামা'তের বইপুস্তক অধ্যয়নকারী এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। নিয়মিত খুতবা শুনতেন। তাহরীকসমূহে লাব্বাইক বলে (অংশগ্রহণ করতেন)। সুস্থ অবস্থায় নফল রোযা নিয়মিত পালনকারী, সর্বদা জামা'তের সেবায় প্রস্তুত, ওয়াকেফে যিন্দেগীদের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা পোষণকারী, কর্মকর্তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জামা'তের নেযামের প্রতি আত্মাভিমানী, ভালোবাসার সাথে তরবিয়তকারী, ক্ষমাপরায়ণ, বিপদাপদে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল প্রদর্শনকারী, আল্লাহ্ তা'লার সত্তার প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রদর্শনকারী, নিজ সমস্যাবলি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আহাজারি করে উপস্থাপনকারী, অন্যের বিপদে সর্বাত্মক সাহায্যকারী, কারো বিরুদ্ধেই হৃদয়ে অসন্তুষ্টির মনোভাব রাখতেন না, কোনো সফলতা লাভ করলে সেটিকে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপা বলে আখ্যাদানকারী, ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভুল মতামতদাতা, অতিথিপরায়ণ, মুক্ত হস্তে সাহায্য দানকারী ছিলেন। নিজ অধীনস্তদের সাথে উত্তম আচরণকারী ছিলেন। শুধু তাঁর পুত্রের কথাই নয় বরং অন্যরাও তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, তিনিএকজন পুণ্যবান ভালো মানুষ ছিলেন।

গুজরানওয়ালায় এক যুগে যখন কলেমা মুছে দেবার আন্দোলন শুরু হয় অর্থাৎ তখন আমাদের মসজিদ থেকে কলেমা মুছে ফেলা হতো, তখন তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল; [(তার পুত্র) লিখেছেন,] প্রত্যেকবার যখন কলেমা মুছে ফেলা হতো তখন তিনি দ্রুত গিয়ে পুনরায় কলেমা লিখে দিতেন। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি সেসময় কাজ করেছেন। তিনি লেখেন, তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কারো পক্ষ থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও কখনো এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন না, বরং ধৈর্য-স্থৈর্য প্রদর্শন করতেন আর বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার কাছে অর্পণ করতেন। নিজের দোয়া দ্বারা নিজ ব্যথা দূর করার লড়াই করতেন।

যে স্কুলে তিনি পড়াতেন সেখানে সহকর্মীরা প্রচুর বিরোধিতা করেছিল, এমনকি একজন ছাত্রকে কতক সহকর্মী বলেছিল যে, তাকে গুলি করো, আমরা তোমাকে পুরস্কৃত করব। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তাকে সর্বদা নিরাপদে রেখেছিলেন এবং সেখানে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে কাজ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তার সন্তানদেরও হাফেয ও নাসের হোন। নামাযের পর আমি জানাযা পড়াব।

************

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৩রা জানুয়ারী, ২০২৫)


## যুগ খলীফার বাণী

**"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।"** (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

# যুক্তরাজ্যের ইজতেমায় (২০২১) হুযুরের ভাষণ

ইজতেমার ন্যায় ধর্মীয় সমাবেশের প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আমাদের জলসা এবং ইজতেমাসমূহ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য এই যে, সকল অংশগ্রহণকারী যেন সমবেত হয়ে নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানকে উন্নত করতে পারেন এবং তাদের ধর্মীয়জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারেন এবং অনুধাবন করতে পারেন যে তাদের সর্বদা নিজেদের উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা উচিত।"হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন: "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়হল, ইজতেমা অংশগ্রহণের ফলে সকল অংশগ্রহণকারীদের মনোযোগ আল্লাহ্‌র দিকে সম্পৃক্ত হবে,প্রত্যেক খাদেম (যুবক সদস্য) এ বিষয়ে মনোযোগী হয় তবে এটি তাকে খোদা তা'লার আদেশাবলী পালন করার এবং অনৈতিকতা ও পাপ থেকে বাঁচার তৌফিক দান করবে।"

হুযুর (আই.) বলেন,পরিসরে বিশ্বের সংশোধনের প্রয়াসের পূর্বে ব্যক্তিগত সংশোধন অত্যাবশ্যক, নতুবা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্লোগানটি "সমাজের কল্যাণ সাধনের এর পরিবর্তে বৃথা ও অর্থহীন শব্দে পরিপূর্ণ একটি কৃত্রিম মন্ত্রে"পরিণত হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, মানুষ বড় সংখ্যায় ধর্মকে পরিত্যাগ করছে, এবং সাধারণভাবে, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে অবিশ্বাসকে বরণ করে নিচ্ছে।

যারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে অস্বীকার করে হুযুর আনোয়ার তাদের প্রশ্ন ও যুক্তিসমূহের উত্তর প্রদানে আহমদী মুসলিম যুবকদেরকে যে ভূমিকা রাখতে হবে তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

"প্রত্যেক আহমদী মুসলিমকে সন্দেহ পোষণকারী এবং সংশয় প্রকাশকারীদের নিকট প্রমাণ করে দিতে হবে যে খোদা তা'লা বিদ্যমান এবং তিনি এক জীবন্ত খোদা এবং ইসলাম তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ চূড়ান্ত ধর্ম।"

হুযুর (আই.) আরো বলেন: "এ প্রয়াসে আপনাদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখবেন না বা এই বাণী পৌঁছানোকে অন্যদের কাজ মনে করবেন না। নিশ্চিতভাবে, আহমদী মুসলিম যুব সমাজকে এ প্রয়াসে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং আমাদের সময়ের এই মহান চ্যালেঞ্জকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) অংশগ্রহণকারীদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ মহানবী (সা.)এর সাহাবাদের আত্মত্যাগ এবং আধ্যাত্মিকতার মান তুলে ধরেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:"মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণ সেই সম্মানীত জনগোষ্ঠী যাদের সম্পর্কে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর কেবল তাদের ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকারই করেন নি, বরং আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাঁরা সেই অঙ্গীকারকে সর্বাধিক বিস্ময়করভাবে পূর্ণ করেছেন। তাঁরা তাদের অঙ্গীকার পূরণে কোন সুযোগ অপূর্ণ রাখেন নি এবং ধর্মের খাতিরে সর্বপ্রকার কুরবানী প্রদান করেছেন।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন: "এর ফলস্বরূপ, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে অসাধারণ উন্নতির তৌফিক দান করেছেন। একই সাথে, তিনি তাদেরকে দুনিয়াবী ক্ষেত্রেও কল্যাণমণ্ডিত করেছেন ... এমনভাবে যে, তাদের কেউ কেউ আজকের পরিভাষায় 'কোটিপতি'তে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু, সেই সম্পদ তাঁদেরকে তাঁদের ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যায় নি বা তাঁদেরকে পদস্খলিত করে নি।"

'ইস্তেগফার'-এর দর্শন ব্যাখ্যা করে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"আল্লাহ্ তা'লার কাছে কেবল অতীত ভুলত্রুটি ও পাপ সমূহের জন্য ক্ষমা চাওয়া ইস্তেগফারের পদ্ধতি না। কেবল অতীতের দিকে নয় বরং ভবিষ্যতের দিকেও তাকানো উচিত। সুতরাং আপনাদের পূর্বের ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়ার সময় ভবিষ্যতে এমন পাপ সমূহ থেকে দূরে থাকার জন্যও আপনাদেরকে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন–

"ক্ষমা চাওয়ার পাশাপাশি কুরআনের ভাষায় 'আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো' এ দোয়ার মাধ্যমে খোদাতালার সাহায্য চাওয়া উচিত।

এ বিষয়টি আরো ব্যাখ্যা করে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এ দোয়া পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে এবং তাকওয়ার পথে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে করা উচিত আর যে শয়তান আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টি ডেকে আনে এমন অবৈধ ও শঠতাপূর্ণ আচরণের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার দিকে সর্বদা প্রলুব্ধ করতে থাকে, তার আক্রমণসমূহকে অস্বীকার করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে করা উচিত।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরো বলেন: "অতএব প্রত্যেক আহমদী মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর ঈমান আনার পর এবং ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকার করার পর, বারবার এ দোয়া করা উচিত যেন সঠিক হেদায়াতের পথে থাকতে পারেন।"

ধর্মকে সমুদয় পার্থিব বিষয়াদির উপর প্রাধান্য দেওয়া প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের আজকের সমাজে বিদ্যমান বহুমুখী বিপদাবলী সম্পর্কে সতর্ক করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এটি মোটেই অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে, এ যুগে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় সমাজ শয়তানী প্রভাবসমূহের দ্বারা প্লাবিত হয়ে আছে। তদুপরি, পর্নোগ্রাফি, মাদক, অনলাইন গেমিং, জুয়া, অনৈতিক ও অশোভন সম্পর্ক নাইটক্লাব গমন এ সকল শয়তানী অনেক প্রভাব রয়েছে যেগুলো কেবলই ক্ষতিকর এবং যেগুলো খোদা তা'লার নিকট হতে মানুষকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) আরো ব্যাখ্যা করেন যে, কেবলমাত্র খোদা তা'লার দিকে প্রকৃত নিষ্ঠার সাথে ঝুঁকার মাধ্যমেই নাজাত লাভ করা সম্ভব । এমনকি খোদাতা'লার নবীগণও, তাদের পূত পবিত্র চরিত্র সত্ত্বেও খোদা তা'লার কাছে ক্ষমার জন্য দোয়ারত থেকেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: "যদি মহান নবীগণেরও মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে একজন সাধারণ মানুষ সম্পর্কে কী-ই বা বলা যেতে পারে? নিশ্চয় কেবলমাত্র প্রকৃত নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকা এবং তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ যাচনা করার মাধ্যমেই কোন ব্যক্তি সঠিক পথে থাকতে পারে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যদের পরামর্শ দেন তারা যেন সমাজ জুড়ে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বে বিশ্বাসের প্রচারে নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

এ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"(তারা যেন) সত্য সত্যই অনুধাবন করেন যে, তাদেরকে তাদের জাতির সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আর এজন্য তাদেরকে সর্বপ্রথম নিজেদের সংশোধন করতে হবে। আপনারা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সেই সকল সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত হন যারা সারা বিশ্বকে খোদা তা'লার তৌহিদের বিশ্বাসে একতাবদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) এই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তরুণ সদস্যগণ যেন তাদের ঈমানে দৃঢ় ও ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

"এটি আমার একান্ত হৃদয়-নিঙড়ানো দোয়া যে, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ও আতফালুল আহমদীয়ার সদস্যগণ যেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হন যারা তাদের ইসলামী মূল্যবোধকে লালন ও সংরক্ষণ করেন এবং অনুধাবন করেন যে, আহমদী মুসলমান হিসেবে তাদের মূল পরিচয়ের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার উপরই তাদের প্রতিটি সফলতার ভিত্তি রচিত হবে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) সবশেষে বলেন–

"আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের হৃদয়ে যেন মহত্ব ও পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আপনারা যেন সর্বোচ্চ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান বজায় রেখে আপনাদের জীবন যাপন করেন। আপনারা আপনাদের জীবনের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে, প্রতিটি পদে ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর সৃষ্টির অধিকার আদায়কারী হন। আমীন।"

ইজতেমায় যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ১৪০টির অধিক স্থানীয় শাখা (কিয়াদাত) থেকে ৬,১০০ এর অধিক আহমদী মুসলিম যুবক অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন খেলাধুলা ও জ্ঞানগত প্রতিযোগিতায় অংশ নেন, যার মধ্যে প্রেজেন্টেশন প্রতিযোগিতায় সকলকে একাত্ম করার জন্য একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল 'দর্শক ভোট'।

সমবেত মুসলিম যুবকদের জন্য আরো একটি বিশেষ সুযোগ এবার ছিল যেখানে 'দি হাব'-এ গিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে একান্ত পরিবেশে তারা তাদের প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন।

## মহান আল্লাহ্‌র বাণী

*তুমি বল,'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।*

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Berhampur, Murshidabad

## মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

# হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১৪)

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দুইজন অতিথি এসেছিলেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মি. স্টেফান হোসেল, যিনি কোলোন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি করছেন। তাঁর নিজের অধ্যায়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই জামাতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বর্তমানে তিনি যুবকদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবীতে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে গবেষণা করছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ডক্টর নিলস কোবেল, যিনি মাইন্স ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষাকতার পাশাপাশি নিজের পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রিও করছেন। তিনি গবেষণা করছেন ধর্মে নৈতিক মূল্যবোধের বিষয় নিয়ে। হুযুর আনোয়ার উভয় অতিথির সঙ্গে কথোপকথন করেন।

ধর্মহীন নৈতিক মূল্যবোধের কোনও গুরুত্ব নেই আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীদের প্রেরণ করে থাকেন, যাতে তাঁরা এই সব নৈতিক মূল্যবোধকে জীবিত রাখতে পারেন। এই কারণেই বিভিন্ন ব্যক্তিরা একই বাণী দান করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে এই যুগের মসীহ ও মাহদী বানিয়ে পাঠিয়েছেন যাতে প্রকৃত ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়া মুসলমানদের সংশোধন করেন।

স্টেফান সাহেব বলেন, 'ধর্ম ছাড়াও নৈতিকতা থাকতে পারে।' প্রত্যুত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, হতে পারে, কিন্তু তা অত্যন্ত সীমিত, যেটুকু হয় তাও আবার ধর্মের অনুগ্রহেই। এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার মাও সেতুং এর উদাহরণ দিয়ে বলেন, এক পাকিস্তানী মন্ত্রী চীনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন এমন উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ তিনি কিভাবে ধারণ করেছেন? কোথা থেকে তিনি তা গ্রহণ করেছেন? মাওসেতুং তাকে উত্তর দিলেন, দেশে ফিরে গিয়ে কুরআন করীমের শিক্ষা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী ভাল করে অধ্যয়ন কর। দেখবে উচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করতে পারবে।

হুযুর আনোয়ার অতিথির আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ইহুদী ধর্ম এবং খৃষ্টধর্মের শিক্ষা অনেকাংশেই সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বহু মতবিরোধ দেখা যায়। এছাড়াও আসল সমস্যা হল, শিক্ষা তো আছে, কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয় না। যেমন,তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, পক্ষান্তরে সে সমগ্র জগতকে হত্যা করেছে। কিন্তু এই শিক্ষা কে কিভাবে মেনে চলছে? একই দশা মুসলমানদেরও। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে কুরআন করীমের শিক্ষা এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করতে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাকে পাঠিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার তাঁদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এ রচনা 'ইসলামী নীতি দর্শন' অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিলেন। যা শুনে অতিথিরা বলেন, শুরুতেই তাদেরকে এই বইটি দেওয়া হয়েছিল আর তারা এর কিছু কিছু অংশ পড়েওছেন। হুযুর আনোয়ার তাদেরকে এটি পুরোপুরি পড়তে বলেন।

ডক্টর নিলস কায়েবল পরম ভালবাসার আবেগ নিয়ে হুযুর আনোয়ারকে ফুল এবং চকলেট উপহার দেন। হুযুর আনোয়ার যেটি সাগ্রহে গ্রহণ করে তাদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি তাদেরকে কলম উপহার দেন।

**ওয়াকফে নও কিশোরদের সঙ্গে ক্লাস। অনুষ্ঠানের বিষয় বস্তু ছিল 'আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব।**

কুরআন করীমের তিলাওয়াত এর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'লার গুণবাচক নাম সংবলিত আঁ হযরত (সা.)-এর একটি হাদীস উপস্থাপন করা হয় এবং এরপর হাদীসের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, গুণবাচক নামগুলির অনুবাদের মধ্যে কিছু নাম এমনও আছে যেগুলির অর্থ ছেলেরা ঠিক মত বুঝতে পারবে না। তাদেরকে জার্মান ভাষায় বললে বেশি বুঝতে পারত। উর্দু শেখাতে হলে ছোট ছোট কথার মাধ্যমে শেখান। আর জটিল বিষয়গুলি তাদের নিজের ভাষায় শেখান।

অনুষ্ঠানের মূলপর্বের পর হুযুর আনোয়ার ক্লাসে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের সংখ্যা, বয়স ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। যার উত্তরে ওয়াকফে নও সেক্রেটারী বলেন, সারা জার্মানী থেকে ১২ থেকে ১৫ বছরের প্রায় তিনশ ওয়াকফে নও ছাত্র এই ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেন যারা জামেয়ায় যেতে ইচ্ছুক, তার হাত তোল। অনেক ছেলে হাত তুলে জামেয়ায় যাওয়া ইচ্ছা ব্যক্ত করে। হুযুর আনোয়ার বলেন: এই পুরো ক্লাসটি চলে গেলে জামেয়া কর্তৃপক্ষকে নতুন করে আরও একটি ব্লক তৈরী করতে হবে। খুব ভাল কথা, মাশাআল্লাহ্‌। আপনারা এই সংকল্পে অবিচল থাকবেন। মাধ্যমিকের পর একথা যেন বলে বসো না যে তোমাদের ইচ্ছে পাল্টে গেছে, এখন অমুক ক্ষেত্রে যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। তাই ওয়াকফ করা এবং জামেয়ায় যাওয়ার অর্থ হল তোমাদেরকে যদি জার্মানী ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হয়, সেক্ষেত্রে প্রস্তুত থাকতে হবে।

একথা শুনে ছেলেরা একস্বরে বলল, 'আমরা সর্বত্র যেতে প্রস্তুত আছি।'

এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে Reil Schuee- এর পর আমরা জামেয়াতে ভর্তি হতে পারব কি? এটি দশম শ্রেণীর সমকক্ষ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, দশম শ্রেণীর পর যদি তুমি কোয়ালিফাই করতে পারে আর জামেয়ায় ভর্তির যে মান নির্ধারিত আছে, তাতে উত্তীর্ণ হতে পার, উর্দুতে সাবলীল হও, কুরআন করীম পড়তে জান, আরবী জান, নামায জান, অনুবাদ করতে জান আর সর্বোপরি জামেয়ার লিখিত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হও, তবে তো হয়েই গেল। কিন্তু এখানকার ছাত্রদের জার্মান ভাষাও জানা থাকা আবশ্যক। যদি তোমরা আবিটুর কর, তোমরা জার্মান ভাষায় সাবলীল হয়ে যাবে। এই কারণে জামেয়া কর্তৃপক্ষ আবিটুরকে অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু যদি তুমি মেধাবী হও, অন্য ভাষাও তোমাকে শেখানো যেতে পারে। যতগুলি হাত উপরে উঠেছে, এই সব মুবাল্লিগদের জার্মানীকেই যে দেওয়া হবে এমনটিও তো জরুরী নয়। অন্যান্য দেশেও তারা যাবে। তাদেরকে ফ্রেঞ্চ ভাষাও শেখাতে হবে, ফিলমিশ ও ইংলিশ, দুটিই শেখাতে হবে। আর অন্যান্য ভাষাও শেখাতে হবে। তাই যদি কোয়ালিফাই কর, তবে জামেয়ায় যেতে পার।

এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে বাড়িতে কোন পুরুষ যখন বা-জামাত নামায পড়ে, তখন মহিলারা তার পিছনে নামায পড়লেও পুরুষকেই কেন তকবীর দিতে হয়, মহিলারা কেন তকবীর দিতে পারে না?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পুরুষ ইমামের পিছনে কেবল বাড়ির মহিলারা থাকলে তকবীর দিতে পারে।

একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, রমযান মাসের রোযা রাখার বয়স কত বা কোন বয়সে রোযা রাখার অনুমতি পাওয়া যায়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি স্বাস্থ্য ভাল হয়, তোমার মত হয়, তবে রোযা রাখতে পার। সহ্য করতে পারলে রোযা রাখ। কিন্তু গ্রীষ্মকালীন রোযা দীর্ঘ হয়ে থাকে, এক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে সাবধনতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। তবে দু-একটি করে রোযা রেখে অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। সহ্য করতে পারলে কিছু কিছু রোযা রেখে অভ্যাস করা উচিত আর পরীক্ষার সময় হলে অবশ্যই বেশি চাপের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেই দিনগুলিতে রেখো না। কিন্তু যখন যুবকে পরিণত হও, সতেরো-আঠারো বছরে পদার্পণ কর, তখন সেটা তোমাদের জন্য আবশ্যিক হয়ে যায়।

কোন নির্দিষ্ট বয়স কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। যাইহোক অভ্যাস করা উচিত। একেবারে বাল্যাবস্থায় বাচ্চাদেরকে রোযা রাখতে বলা উচিত নয়। অনেক মুসলমানেরা কম বয়সেই ছেলেদের রোযা রাখতে বলে। দীর্ঘ দিনগুলিতে ছেলেরা যখন তেষ্টায় ছটপট করে, তখন তাদেরকে ঘর বন্ধ করে আটকে রাখা হয়। পাকিস্তানে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে- শিশুকে ঘরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে, সন্ধ্যায় যখন দরজা খোলা হয়েছে, শিশু মৃতাবস্থায় পাওয়া গেছে। তাই এটাও এক প্রকার নির্যাতন, কোনওক্রমেই এর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। তাই যতটা সহ্য করতে পার ততটা রাখ, দুই-একটি রোযা রাখতে পার। যেদিন আবহাওয়া ঠান্ডা, সেদিন রেখো। এখন কোনও প্রকারের রোযা তোমাদের জন্য আবশ্যক হয় নি।

এক ওয়াকফে নও দোয়ার

## যুগ ইমামের বাণী

**খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।**

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

আবেদন জানিয়ে বলে, আমার কানের চারটি অপারেশন হয়েছে। বাম কানে শুনতে পাই আর ডান কানটি এখনও ঠিক হয় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ কৃপা করুন।

প্রশ্ন: কুরআন করীমের সুরা রহমানে জিন এবং ইনস-এ উল্লেখ রয়েছে। ইনস-এর অর্থ মানুষ আর জিন বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: জিন বলতে অনেক কিছু হতে পারে। যে কোন অপ্রকাশিত সত্তাকে জিন্ন বলে। এই কারণে হাদীসে ব্যাকটেরিয়ার জন্যও জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসে উল্লেখ আছে যে জঙ্গালে তোমরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পর নিজেকে পরিস্কার করার জন্য যদি কোন হাড়ের টুকড়ো পাও, তবে সেটি ব্যবহার করো না। কেননা তাতে জীবাণু থাকে। অদৃশ্য বস্তু থাকে। তাই এর পরিবর্তে পাথর ব্যবহার করো।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পাহাড়ের মধ্যে অন্তরালে জীবনযাপনকারী লোকদেরও জিন্ন বলা হয়। যে সব প্রভাবশালী ব্যক্তি সচরাচর জনসমক্ষে আসে না, তারাও জিন্ন। এই কারণে কিছু মানুষকে এজন্যও জিন বলা হয়ে থাকে কারণ তারা নিজেদেরকে সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার কিছুটা উর্ধে বলে মনে করে। তাই এভাবে বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। সারসংক্ষেপ এই যে, প্রত্যেক গোপন বস্তু বা নিজেকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নকারী মানুষদের জন্য জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন: যেদিন আপনি খলীফা হলেন, সেদিন আপনার অনুভূতি কেমন ছিল? এটি তো অনেক বড় দায়িত্ব।

সেদিনের ভিডিও দেখে নিও। এম.টি.এ-র দল অনেক স্থানের ছবি তুলে রেখেছে, তাদেকে দেখাতে বলো, দেখলে নিজেই বুঝতে পারবে। কেমন লাগছিল তা আমার মুখটিতে দেখতে পাবে।

প্রশ্ন: খিলাফতের পূর্বে আপনি রাইডিং (অশ্বারোহন)করতেন। এখন কি রাইডিং করার সময় পাওয়া যায়?

আগেও আমি নিয়মিত রাইডিং করতাম না। তবে শিক্ষাজীবনে রাইডিং করতাম, এখন সময় পাই না। কিন্তু কখনও কখনও, দুই-চার মাসের পর ইসলামাবাদে গেলে রাইডিং করা দেখি। সেখানে জামাত ঘোড়া রেখেছে, জামেয়ার ছাত্ররা সেখানে অশ্বারোহণ করতে আসে। আতফালরা অশ্বারোহন করলে সুযোগ পেলে কখন কখনও সেখানে গিয়ে দেখি।

প্রশ্ন: 'ওয়াকফে নও'-এর অর্থ কি?

হুযুর বলেন, ওয়াকফে নও-এর অর্থ নতুন ওয়াকফ। অর্থাৎ- শিশুদেরকে ওয়াকফ করার যে নতুন স্কীম বের হয়েছে, যার অধীনে পিতামাতা তাদের সন্তানকে জন্মের পূর্বেই ওয়াকফ করে দেয় আর সন্তান বড় হয়ে, পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর পুনরায় এই মর্মে বন্ড লেখে যে 'আমি আত্মোৎসর্গ করতে চাই'। আরেকটি হল ওয়াকফে আওলাদ'। শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর, দুই চার বছর যখন তার বয়স হয়, সে সময় পিতামাতা তাকে ওয়াকফ করার বাসনা করে। তখন সেই সন্তান ওয়াকফে আওলাদ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্কীমটি আগে থেকেই চলছে।

প্রশ্ন: আমাদের একটি ইসলামী প্রদর্শনী হয়েছিল। এক খৃষ্টান বন্ধু আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিল যে সুরা মায়েদায় খোদা তা'লা হযরত ঈসা (আ.)কে প্রশ্ন করেছেন যে, আপনি আপনার জাতিকে কি আপনার এবং আপনার মায়ের ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন? সেই ব্যক্তি বলেন, আমরা তো হযরত ঈসা (আ.)-এর মায়ের ইবাদত মোটেই করি না। অথচ কুরআন শরীফে লেখা আছে যে ইবাদত করে।' এভাবে সে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে কুরআন করীম ভুল বর্ণনা দিয়েছে। নাঊযু বিল্লাহ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইবাদত করে না, কে বলেছে? হযরত ঈসা (আ.) এর সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস যে তিনি আকাশে বসে আছেন। এছাড়া তারা বলে, খোদা তিন সত্তার সমষ্টি। তার তিন খোদায় বিশ্বাসী, পিতা-পুত্র-রুহুল কুদুস। খোদা যেহেতু তিনজন, আর ইবাদত খোদার করা হয়, যখন চাওয়া হয় তখন ঈসা (আ.)-এর নামে চাওয়া হয়। খোদার সামনে হাত না পেতে এভাবে ক্রুশ লাগিয়ে রাখে। এগুলিই তো ইবাদত, ইবাদত আর কি? তারা যা কিছু প্রার্থনা করে, দাবি করে যে এটি ঈসা (আ.) আমাদেরকে দিয়েছেন। এখন তাদেরকে বল এগুলি ছেড়ে দাও, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাও। ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষও ঘোষণা করেছে, যে ঈসার আসার কথা ছিল, তিনি আর আসবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খৃষ্টানদেরও অনেক ফির্কা রয়েছে, যাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ রয়েছে। আর বাইবেলের এমন বহু আয়াত আছে যেগুলির বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আপত্তি করেছেন আর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আগমণের পর সেগুলিকে বাইবেল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তাই এগুলি এমন সব কাজ যা থেকে সংশয় জন্ম নেয়। তারা সংশয়ে নিপতিত। যেমনটি আমি বলছি, ভ্যাটিকান কর্তৃপক্ষ বলেছে, হযরত ঈসা (আ.) যে বলেছিলেন, 'আমি পৃথিবীতে পুনরায় আসব' , কিন্তু তিনি পৃথিবীতে আসবেন না। সেই সময় তিনি হয়তো সুরার নেশায় আচ্ছন্ন ছিলেন, তাই নেশার ঘোরে পুনরায় আসার কথা বলেছিলেন।' একথা লেখা আছে আর ইন্টারনেটেও আজকাল পাওয়া যায়। তোমরা পড়ে নিও। জার্মান এবং ইংরেজিতেও সর্বত্রই ভ্যাটিক্যানের পাদ্রীদের এই বিবৃতি পাওয়া যায়। এখন তারা বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অন্য কোন কাজ দিয়েছেন, যা করার জন্য তিনি অন্য কিছু করছেন। পৃথিবীর সংশোধন হল না, অথচ অন্য কোন জগতের সংশোধনের জন্য তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারা এই সব অসংলগ্ন কথা বার্তা বলে থাকে। কুরআন করীম যা কিছু বলে সত্য বলে। আর এরা যা কিছু বলে তা নিরন্তর পরিবর্তিত হতে থাকে। যেমনটি আমি বলেছি, বাইবেলের বহু আয়াত আছে, যেগুলি নিয়ে আপত্তি করলে তারা নতুন প্রিন্ট বার করে, যেখানে সেই আয়াতগুলিকে পাল্টে ফেলা হয়। আর বাইবেলও একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিভিন্ন প্রকারের সংস্করণ আছে। তাই তারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য উপাস্য তৈরী করেছে আর তাঁর সঙ্গে অংশীদার করেছে।

প্রশ্ন: হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে জান্নাত মায়েদের চরণতলে অবস্থান করে। জান্নাত প্রত্যেক মায়ের চরণতলে থাকে নাকি কেবল মুসলমান মায়েদের চরণতলে থাকে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: 'জান্নাত মায়েদের পায়ের নীচে থাকার অর্থ হল মা যদি উত্তম শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে থাকে আর সন্তান পুণ্যবান হয়, সৎকর্মশীল হয়, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে, তবে সন্তান পুণ্যকর্মের কারণে জান্নাতে যাবে। যে কোন মা হোক, সে যদি সন্তানকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তোলে যার ফলে সে খোদাকে চিনতে পারে, আর খোদা তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলার পথ অনুসন্ধান করে, তবে সেই মা সন্তানকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার কারণ হয়। হযরত মুসা (আ.)ও তাঁর পরের নবীর সুসংবাদ দান করেছিলেন। হযরত ঈসা (আ.)ও এমন সংবাদ দিয়েছিলেন। পূর্বের নবীরা আঁ হযরত (সা.)-এর আগমণ বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন। তারা যদি তাঁকে মান্য না করে, তবে মোমেন হতে পারবে না। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, খৃষ্টান, ইহুদী এবং মাজুসীদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তারা মোমেন হলে তাদেরকে জান্নাতে দেওয়া হবে। এর অর্থ এই যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেছেন, তারা নিজেদের পুণ্যের কারণে আঁ হযরত (সা.)এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হবে, তাঁকে মান্য করবে আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। তাছাড়া জান্নাত ও দোযখের সিদ্ধান্ত করা আল্লাহ্র কাজ, মানুষের কাজ নয়। এর অর্থ এই যে একজন মোমেন ও মুসলমান মহিলা যদি নিজের সন্তানের সঠিক লালন পালন করে, তাকে আল্লাহ্ ও রসুলের নির্দেশ মান্যকারী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে এবং আল্লাহ্র ইবাদতকারী বানাতে পারে। আর সেই সন্তান যদি সৎকর্মশীল হয় তবে সে জান্নাতে যাবে। তাই এমনটি বলা যাবে না যে অন্যান্য মায়েরা যারা মুসলমান নয় তারা নিজেদের সন্তানের সঠিক লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষা দিলেও জান্নাতে যাবে না। কেননা বহু উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে, আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমাশীল। যে কোন ব্যক্তিকে যে কোনও পুণ্যের ভিত্তিতে জান্নাতে পাঠাতে পারেন। দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিতর্ক আরম্ভ হয়। এক ব্যক্তি বলল, তুমি এই এই অসৎ কাজ কর, তাই তুমি জান্নাতে যেতে পারবে না। আর আমাকে দেখ, কত সব পুণ্য কর্ম করি, ইবাদত করি। আমার মর্যাদা উচ্চ। যাইহোক মৃত্যুর পর উভয়ে আল্লাহ্ দরবারে উপস্থিত হল। আল্লাহ্ তা'লা বললেন, জান্নাত বা দোযখের বিচার করার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে? একমাত্র আমিই জান্নাতে কিম্বা দোযখের বিচার করি। যাকে তুমি বলেছ সে জান্নাতে যাবে না, দোযখে যাবে, তাকে আমি জান্নাতে পাঠাচ্ছি আর আর তুমি মহান ইবাদতকারী আর সৎকর্মশীল হওয়া

## যুগ খলীফার বাণী

**যুবক খুদ্দাম ও আতফালদেরকে নিজেদের সাহচর্যের বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। বন্ধুত্ব তাদের সাথে রাখুন যাদের মধ্যে ঈমান ও নিষ্ঠা রয়েছে, যারা অনৈতিক ও অশালীন কাজকর্মে লিপ্ত নয়।**

**(রোযনামা আল ফজল, অনলাইন, ২৯ শে নভেম্বর, ২০২২)**

দোয়াপ্রার্থী: **Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum**

নিয়ে তোমার মধ্যে যে অহংকার জন্ম নিয়েছিল, সেই কারণে তোমাকে দোযখে পাঠাচ্ছি। এর বিচার আল্লাহ্ তা'লা করবেন। আর এর অর্থ হল মা যদি ভাল করে সন্তানদের লালন পালন করে, শিক্ষাদীক্ষা দেয়- আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এমন মুসলমান মোমেন মায়ের সন্তান ইনশাআল্লাহ্ জান্নাতে যাবে, সেই সব পুণ্যকর্মের সুবাদে যা তারা উন্নত শিক্ষাদীক্ষার কারণে করবে।

প্রশ্ন: জামাতের ক্যালেন্ডারগুলিতে আয়াত লেখা থাকে কিম্বা খলীফাদের ছবি থাকে। বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর সেগুলি কি করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি সেগুলি সংগ্রহ করে রাখতে না পার, তবে সেগুলি পুড়িয়ে দাও বা শ্রেড করে দাও। এখানে শ্রেড পাওয়া যায়। প্রতিটি বাড়িতে শ্রেড থাকে না, তাই পুড়িয়ে দিও।

প্রশ্ন জামাতে আহমদীয়ার নাম কে রেখেছে এবং কিভাবে রেখেছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই নাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রেখেছেন। ১৯০১ সালে যখন আদমশুমারি হয়। এখানে জার্মানীতে আদমশুমারিকে Volkszahlung বলা হয়। কোন দেশের জনসংখ্যা কত, তাতে পুরুষ ও মহিলাদের লিঙ্গ অনুপাত, শিশুদের সংখ্যা, কোন কোন ধর্মের মানুষ বাস করে ইত্যাদি তথ্য জানার জন্য সেদেশের সরকার আদমশুমারি করে থাকে। আর প্রতি দশ বছর অন্তর হয়ে থাকে। ১৯০১ সালে ভারতে যে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজ জামাতের সদস্যদের বলেন, 'আমাদেরকে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্রতা অর্জনের জন্য এবং নিজেদেরকে আহমদী তথা আহমদী মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়ার জন্য, যারা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেছে, তোমরা নিজেদের নামের সঙ্গে আহমদী মুসলমান লিখো। এই আদমশুমারির যখন ফর্ম আসবে, তখন তাতে তোমরা আহমদী মুসলমান লিখো, যাতে বোঝা যায় যে আমরা আহমদী আর দেশের সরকারও জানতে পারে যে আমাদের সংখ্যা কত? এই কারণে আহমদী নাম রাখা হয়েছে আর সেটি রাখা হয়েছিল সেই যুগেই।

প্রশ্ন: প্রাচীন যুগে নবী কিভাবে জানতে পারতেন যে তিনি একজন নবী?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আধুনিক যুগে কিভাবে জানতে পারে?

কোন টেলিভিশনে ঘোষণা হয় কি? এমনটি তো কখনই হয় না। প্রশ্ন হল, যে যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুসরণে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব ঘটল, যাঁকে আঁ হযরত (সা.)নবী নামে অভিহিত করেছেন। আর তিনি নবী ছিলেন, কিন্তু সে যুগে কোন টেলিভিশন বা রেডিও বা অন্য কোথাও কোনও ঘোষণা দেওয়া হয় নি। সংবাদপত্রের প্রচলন সেযুগে শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নবী বলেছেন,আর ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর মানুষ তা জানতে শুরু করে। আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে সংবাদ মাধ্যম ছিল না। এই কারণেই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন সম্রাটের উদ্দেশ্যে এই মর্মে তবলীগি চিঠি লেখেন যে 'তোমাদের বিভিন্ন ধর্মের নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে শেষ শরিয়ত ধারী নবী আসার কথা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন আর আমিই সেই ব্যক্তি। তাই বিভিন্ন বাদশাহকে লেখা চিঠির মাধ্যমে তাদেরকে তাঁর বার্তা পৌঁছেছিল। এছাড়া যারা মুসলমান ছিল, সাহাবা ছিল, তারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তবলীগ করতে গিয়ে বললেন যে নবী এসে গিয়েছে। অনেকে দাবি করে যে যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার হয়েছে। যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের প্রসার হয় নি। চীনের সঙ্গে আরবদের কোন যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু চীনেও কোটি কোটি মুসলমান আছে। সেই যুগে সাহাবারা সেখানে গিয়েছিলেন, যারা সেখানে তবলীগ করেছেন আর এর ফলে চীনের বাসিন্দারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মুসলমান হয়েছে। তাই এভাবে তবলীগ করে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, যে- নবীর আসার কথা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন আর আঁ হযরত (সা.) সমগ্র জগতের জন্য নবী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে তুমি ঘোষণা করে দাও যে, আমি সমগ্র জগত তথা সমগ্র মানবতার জন্য নবী। সেই কারণেই তিনি সমগ্র জগতকে বার্তা দিয়েছেন আর পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর বাণী পৌঁছেছে। পূর্বে যে সকল নবী আসতেন তারা নিজের নিজের এলাকার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন। সীমিত এলাকার মধ্যে তাদের কাজ নির্ধারিত ছিল। যেমন- কোন জাতির এক বা দুই লক্ষ বা কোন একটি বিশেষ অঞ্চল- সেই এলাকার জন্য তারা নবী হতেন। একই সময়ে দুইজন নবীও হতেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর যুগে হযরত ইব্রাহিমও নবী ছিলেন, এর পাশাপাশি অন্য একটি এলাকা যেখানে হযরত লুত তাঁর জাতির জন্য (খোদার) বাণী নিয়ে এসেছিলেন। হযরত লুত (আ.)ও নবী ছিলেন। তাঁরা ছোট ছোট এলাকার জন্য নবী হতেন, নিজেদের এলাকার মানুষদের বলতেন যে তারা নবী, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ঐশী বাণী সহকারে প্রেরণ করেছেন।

প্রশ্ন: আগে জার্মানীতে জামেয়া ছিল না, লন্ডনে ছিল। এখন জার্মানীতেও তৈরী হয়েছে। যদি কেউ লন্ডনের জামেয়াতে যেতে চায়, সে কি যেতে পারবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, খুব ভালকথা, তুমি আসতে চাইলে আমি তোমাকে ডেকে নিব। যদি তুমি এখানে জার্মানী থেকে লন্ডন এসে জামেয়ায় পড়তে চাও তবে তোমাকে অনুমতি দেওয়া হল, তবে যদি তাদের কাছে সিট থাকে।

প্রশ্ন: শিরকের অর্থ কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: শিরক-এর অর্থ হল কাউকে অংশীবাদী করা। আল্লাহ্ তা'লার সমকক্ষ হিসেবে কাউকে দাঁড় করানো। যেমন, এখন তুমি যদি বল, 'আমি সেখানে যাব আর অমুক ব্যক্তি আমার চাহিদা পুরণ করতে পারে, যে আমাকে টাকা দিতে পারে।' আর তুমি যদি আল্লাহকে ভুলে যাও, তবে এর অর্থ হল তুমি শিরক করেছ। সব সময় একথা বলো যে, অমুক জায়গা যাব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমি তার কাছ থেকে টাকা পেয়ে যাব। এই জন্যই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কোন কাজ করার পূর্বে ইনশাআল্লাহ্ বলো। যখন ইনশাআল্লাহ্ বলবে, তখন এর অর্থ, যদি আল্লাহ্ তা'লা চান এই কাজটি তিনি করে দিবেন, কাজটি হয়ে যাবে। তাই এভাবে শৈশব থেকেই তোমাদের মনে শিরকের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণাভাব তৈরী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছোট ছোট বিষয়েও তোমাদেরকে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ বলার পর কাজ আরম্ভ কর। বল, ইনশাআল্লাহ্ আমি কাজটি করে নিব। আল্লাহ্ চাইলে আমি কাজটি করে নিব। এই কাজটি করার শক্তি অন্য কারোর মধ্যে নেই। এছাড়া অনেকে যারা মূর্তি পূজা করে, মূতি সামনে রেখে তাদের কাছে যাচনা করে। এটিও শিরক। যেহেতু কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই যাচনা করা উচিত, তাই আল্লাহ্‌র সমকক্ষ কাউকে দাঁড় করানো বা কাউকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ মনে করা শিরক।

প্রশ্ন: যারা রমযান মাসে এতেকাফে বসে, তাদের উদ্দেশ্য কি? অন্যরাও তো রমযানের মধ্যে কুরআন পড়ে এবং একবার সম্পূর্ণ করে নেয়।

হুযুর বলেন, এতেকাফে বসা আবশ্যক তো নয়। বসা বা না বসা তোমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করছে। কারণ এটি আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত ছিল। তিনি রমযান মাসের শেষ দশ দিনে মসজিদ নববীতে এতেকাফে বসতেন। যে ব্যক্তি এতেকাফে বসে, সে পৃথিবী থেকে দশ দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সংসারের কাজকর্মের কোন চিন্তা তার থাকে না। এতেকাফে বসা হয় এই জন্য যাতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করা যায়। অন্যান্য লোকেরা যারা রোযা রাখে, তারা রোযার পাশাপাশি সংসারের বিভিন্ন কাজও করে থাকে, রোযা রেখে অফিসেও যায়। বিকেল চারটে পর্যন্ত তারা অফিসে থাকে, সময় পেলে অফিস থেকে এসে বিকেলে দুই-এক রুকু বা এক পারা তিলাওয়াত করে, কাজের কারণে নামাযগুলিও সংক্ষিপ্ত আকারে পড়ে। যে ব্যক্তি এতেকাফে বসে, সে নফলের সময় নফলও পড়তে পারে, যোহরের পূর্ব পর্যন্ত আর যোহরের পর। এরপর মগরিব ও এশার পরও নফল পড়তে পারে। এছাড়া কুরআন করীম পড়তে পারে, হাদীস পড়তে পারে, ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে, দোয়া করতে পারে। পুরো চব্বিশ ঘন্টা তার হাতে থাকে। এই দশদিনে রোযা রাখার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতিই তার মনোযোগ থাকে। আর যে কাজ সে করছে তা অতিরিক্ত হিসেবে, যারা এটি করার সামর্থ রাখে তারা এতেকাফে বসতে পারে। তবে মসজিদে বসার মত জায়গাও থাকা চায়। কাজেই এটি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত আর এই সুন্নতের অনুসরণের লোকে এতেকাফে বসে।

প্রশ্ন: জিহাদ বলতে কি বোঝায়? হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে ছেলেটি উত্তর দেয়, 'আমি কেবল এতটুকুই জানি যে এটি খারাপ জিনিস।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথম কথাটি বলে দিই- জিহাদ বা যুদ্ধ যখনই মুসলমানেরা করেছে, কখনওই তারা প্রথমে তা শুরু করে নি। প্রত্যেক বার তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে বা তাদেরকে অতিষ্ঠ করে তোলা হয়েছে, আর তার জবাবে মুসলমানেরা যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। একটি জিহাদ বা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'এখন আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। আর বড় জিহাদ হল নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে যে সব অপবিত্রতা আছে, সেগুলি দুর কর, এটিও একটি জিহাদ। ইসলামের তবলীগ কর, এটিও জিহাদ। কুরআন করীমের মাধ্যমে জিহাদ করাও জিহাদ। আল্লাহ্ তা'লাও বলেছেন, কুরআন করীমের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচার করাও জিহাদ। জিহাদ হল চেষ্টা ও সাধনার নাম। যে কোন কাজের জন্য তোমরা যখন চেষ্টা কর, বস্তুত সেটি তোমাদের জিহাদ। যদি তুমি তবলীগ কর আর এখানে জার্মান নাগরিকদের মাঝে লিফলেটস বিতরণ কর, তবে এটিও জিহাদ।

তোমরা যদি পূর্ণ অভিনিবেশ সহকারে কুরআন করীমের জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা কর, জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য এটিও একটি জিহাদ। কেবল অস্ত্র চালনা করাই জিহাদ নয়। মুসলমানেরা এর ভুল অর্থ বুঝেছে কিম্বা মুসলমানদের দিকে আরোপ করা হয়েছে। আর এমনিতেও আজকাল মুসলমানের কাজকর্ম এর চায়তে আলাদা কিছু নয়। এজন্য আমি এ বিষয়টি নিয়ে একাধিক বক্তব্য রেখেছি। তোমরাও এত বড় হয়ে গেছ, ষোলো, সতেরো বছরের হয়ে গেছ, তাই আমার বক্তব্যগুলি পড়ে নিও, জিহাদের অর্থ বুঝতে পারবে।

প্রশ্ন: যখন নিজেকে ওয়াকফ করার সময় আসে,তখন কি ওয়াকফ বজায় রেখে নিজের পছন্দ মত কর্মক্ষেত্রে যেতে পারব? যেমন, কেউ যদি পাইলট হতে চায়, সে কি হতে পারবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি ওয়াকফে নও। পাইলট হওয়া আপনার স্বপ্ন। আপনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিন যে, যেহেতু পাইলট হওয়ার আপনার প্রবল বাসনা রয়েছে, আপনি কেবল পাইলট হতে পারেন, অন্য কিছু হতে পারেন না, তখন যুগ খলীফা হয় আপনাকে বলে দিবেন যে আপনি পাইলট হতে পারেন না কি পারেন না। অনুমতি পেয়ে গেলে পাইলট হয়ে যান। কিম্বা আপনি অনুমতি নিয়ে বলে দিন যে ওয়াকফে নও থেকে বের হতে চান। আপনার মা-বাবা আপনাকে ওয়াকফ করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু যদি জামাতের প্রয়োজন না থাকে, তবে আমার এই বিষয়ে আগ্রহ আছে। অন্য কোন সময় অন্যভাবে জামাতের সেবা করে নিব। কিন্তু এই মুহূর্তে ওয়াকফে নও তালিকা থেকে আমাকে বাদ দিন।

ওয়াকফে নওদের জন্য আমি নির্দেশিকা দিয়ে রেখেছি। জামাতের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা এবং কাউন্সিলিং সম্পূর্ণ হওয়া বাঞ্ছণীয়। আমাদের সব চেয়ে বেশি যাদের প্রয়োজন তারা হলেন ডাক্তার, শিক্ষক, অনুবাদক, বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তি, প্রকৌশলী, আর্কিটেক্ট আর কিছু বিভাগ এমনও আছে যেখানে অনেক সময় উকিলেরও প্রয়োজন পড়ে। বিভিন্ন কারিগরী দক্ষতা রয়েছে, যে সব ছাত্ররা বেশি পড়াশোনা করতে পারে নি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদেরও দরকার পড়ে। এছাড়া কি প্রশ্ন করতে চাও করে নাও। অনেকে বলে থাকে যে তাদেরকে অন্ততপক্ষে দুই চার বা ছয় বছরের জন্য নিজেদের পছন্দ মত কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক। তাদেরকে তখন অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত ওয়াকফ-এর অর্থ হল সেই কাজ করা যেটি জামাতের প্রয়োজন।

প্রশ্ন: আমাদেরকে ফেসবুক ব্যবহার করতে কেন নিষেধ করা হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন এটি অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয় নি। ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে, কারণ অনেক খারাপ দিক সামনে এসেছে। তোমরা এখন ছোট, লোকেরা তোমাদেরকে কিভাবে ধীরে ধীরে ফাঁদে ফেলবে তা তোমরা এখনও বুঝতে পারবে না। তোমাদের শিক্ষা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, তোমাদের চিন্তাধারা পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা এটি ব্যবহার করো না। জামাতে আহমদীয়ার alislam.org যে ওয়েবসাইট আছে সেখানেও ফেসবুক আছে। আমাদের প্রেস কর্তৃপক্ষও একটি ফেসবুক তৈরী করেছে, এর থেকে উপকৃত হও। ব্যক্তিগত ফেসবুক ব্যবহার করা থেকে এজন্য নিষেধ করা হয়েছে যে তোমরা পুরোপুরি জান না। অনেক সময় মানুষ অসৎ মানুষের ফাঁদে পড়ে যায়। পৃথিবীতে অসংখ্য ফেসবুক আকাউন্ট আছে। তারাও এখন বুঝতে পারছে যে ফেসবুকে অনেক সময় খারাপ জিনিস বেশি থাকে। এই কারণে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ছয় লক্ষ একাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের দাবি, ফেসবুক তাদের ক্ষতি করছে। যদি তারা বুঝতে পারে, যারা বস্তুবাদি, তাহলে আমরা তো ধর্মপ্রাণ, আমাদের দ্রুত বুঝে যাওয়া উচিত। তবে তবলীগের জন্য ফেসবুক ব্যবহার করতে হলে আলইসলাম-এর ফেসবুক ব্যবহার কর।

এরপর হুযুর আনোয়ার সেই সব ওয়াকফীনে নও ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করেন যারা নিজের নিজের বয়সের ওয়াকফে নও পাঠ্যক্রম পূর্ণ করেছিল, এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল।

এরপর ওয়াকফাতে নওদের সঙ্গে ক্লাস আরম্ভ হয়। এই ক্লাসে ১২-১৫ বছরের মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছিল, যাদের সংখ্যা ছিল ৩০০জন। এই ক্লাসের আলোচ্য বিষয় ছিল দোয়া।

কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর এর অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়।

এরপর খাদীজা মাসউদ আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস উপস্থাপন করে যা নিম্নরূপ।

হযরত সালমান ফারসি (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ বড়ই লজ্জাশীল, দয়ালু ও বদান্যশীল। বান্দা যখন তাঁর সমীপে দুই হাত তোলে, তখন তিনি তাকে শূন্যহাতে ও বিফলে ফেরত পাঠাতে লজ্জাবোধ করেন। অর্থাৎ সত্য অন্তঃকরণে কৃত দোয়া তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, গ্রহণ করেন।

(তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

এরপর মানাহিল নাসীম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"স্মরণ রেখো! কোন ব্যক্তি কখনও দোয়া থেকে কল্যাণমণ্ডিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অসীম ধৈর্য ধারণ করে এবং অবিচলতার সাথে দোয়া করে। এবং সে আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে যেন অসৎ ধারণা পোষণ না করে, তাঁকে সকল শক্তি এবং ইচ্ছার আধার মনে করে। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর ধৈর্যের সাথে দোয়া করতে থাকে। ফলে এমন এক সময় আসবে হবে যখন আল্লাহ্ তার দোয়াসমূহ শুনবেন এবং তাকে উত্তর দিবেন। যারা এই পন্থা অবলম্বন করে, তারা কখনও বঞ্চিত ও হতভাগ্য হতে পারে না, নিশ্চয় তারা নিজেদের উদ্দেশ্যে সফল হয়।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০০৩)

তিনি আরও বলেন- 'আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গ্রহণ করার ক্ষেত্রে আমাদের আশা-আশঙ্কা ও কামনা বাসনার অধীন নন। দেখ, শিশুরা কতটা তাদের মায়ের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। মা চায় শিশু যেন কোন প্রকার কষ্ট না পায়। কিন্তু শিশু যদি অনর্থক গোঁ ধরে আর কেঁদে কেঁদে ধারালো ছুরি বা জ্বলন্ত কয়লা চায়, তবে মা অকৃত্রিম ভালবাসা ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও কখনও কি চাইবে যে তার শিশু জ্বলন্ত কয়লায় হাত পোড়াক বা ধারালো চাকুতে হাত রেখে হাত কাটুক? কখনওই নয়। এই নীতি দ্বারাই দোয়া কবুল হওয়ার নীতি বোঝা যেতে পারে। এ বিষয়ে আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা আছে, যখন দোয়ার মধ্যে কোন ক্ষতিকর অংশ থাকে, তখন সেই দোয়া কোনমতেই কবুল হয় না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ) বলেন, 'যদি কোন আহমদীর হৃদয়ে খিলাফতের আসনের প্রতি সম্মান না থাকে, খিলাফতের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগের সম্পর্ক না থাকে, শুধু প্রয়োজনের সময় দোয়ার আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়, তবে তার দোয়ার কবুল করা হবে না। অর্থাৎ যুগ খলীফার দোয়া তার সপক্ষে গৃহীত হবে না। তার সপক্ষেই দোয়া গৃহীত হবে যে বিশেষ নিষ্ঠার সাথে দোয়ার জন্য লেখে আর তার কর্মপন্থা প্রমাণ করে যে সে সব সময় তার সেই অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, যে পুণ্যকর্ম আপনি আমাকে করার নির্দেশ দিবেন, আমি তা পালন করব। এমন অনুগত বান্দার জন্য অনেক সময় আমি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি, একবার নয় বেশ কয়েকবার এমন দৃশ্য দেখেছি যে সেখানে দোয়া পৌঁছয় নি অথচ দোয়া কবুল হয়ে গিয়েছে। দোয়ার আবেদন তখনও লেখা হচ্ছে, সেই সময় তার উপর আল্লাহ্র স্নেহদৃষ্টি পড়েছে আর সেই দোয়া তখনই কবুল হচ্ছিল। অনেক সময় দোয়া তৈরীই হয় নি, অথচ সেই দোয়া কবুল হয়ে যায়। তাই এটি এমন একটি মূল নীতি যা প্রত্যেক আহমদীকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। যদি কেউ হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করে এবং তাঁর সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক থাকে,তবে আঁ হযরত (সা.)-এর সকল দোয়া চিরকালের জন্য এমন অনুসারীর জন্য শোনা হবে। আর যদি সে খিলাফতের সঙ্গে এমন সম্পর্ক রাখে এবং পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে নিজের অঙ্গীকার রক্ষা করে আর আনুগত্য করার চেষ্টা করে, তবে তার জন্যও দোয়া শোনা হবে, অনুচ্চারিত দোয়াও শোনা হবে। তার অন্তরের অবস্থা-ই দোয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

(খুতবা জুমা, ১৬ই জুলাই, ১৯৮২)

## যুগ ইমামের বাণী

**অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।**

**(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)**

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From Latiful Haque Sb., Kandi ( MSD)

## যুগ খলীফার বাণী

**সকল প্রকার অসত্য বচন ও প্রতারণার বিরুদ্ধে অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া এবং নিজেদের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আহমদী যুবকদের দায়িত্ব।** [হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)]

দোয়াপ্রার্থী: Sujauddin Sk., Barisha, Kolkata

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 23 Jan 2025 Issue No.4

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

# জলসা সালানা কাদিয়ান (২০২৪)-এর ধারাবিবরণী

(দ্বিতীয় পর্ব)

সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। মানুষ ছিল মৃত তুল্য। এমন যুগে রসুল আকরম (সা.) =এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ

অর্থাৎ, এটা জেনে নাও যে, এখন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর নতুন করে জীবিত করবেন।

সেই অবস্থা থেকে আঁহযরত (সা.) তাদেরকে এমন পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন যেখানে তারা মানবীয় শিষ্টাচার শিখেছে, শুধু তাই নয়,বরং তারা নৈতিকতার উৎকৃষ্টতম মান অর্জন করেছে এবং আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম স্থানে উপনীত হয়েছে, যার কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ মহান উপাধিতে ভূষিত করেছেন, যার অর্থ আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

বক্তা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পানাহার ও পরিচ্ছন্নতার আদবকায়দা, পথের অধিকার এবং রীতিনীতি যেমন-দৃষ্টি সংযত রাখা, সালামের উত্তর দেওয়া, মসজিদের আদবকায়দা, মজলিসের আদবকায়দা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে তিনি বলেন, আমাদেরকে এই সত্যকেও অনুধাবন করতে হবে যে, এই সব আদব ও শিষ্টাচারই একজন মোমেনের সৌন্দর্য ও তাঁর পরিচয়। একজন মোমেন ঈমানদার হওয়া সত্বেও তাঁর পক্ষে এই সকল আদব ও শিষ্টাচার বিবর্জিত জীবনযাপন সম্ভব নয়। এই সকল শিষ্টাচার ও আদবকায়দা-ই প্রকৃত নৈতিকতা অর্জনের মাধ্যম আর উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীতে সুসজ্জিত হওয়ার পরই একজন মানুষ ঈমান ও তাকওয়ার উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারে।

অতএব প্রয়োজন হল ভিন জাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে আমরা জীবনযাপনের এই সকল আদবকায়দা ও শিষ্টাচারগুলিকে যেন বিসর্জন না দিয়ে ফেলি। এর পরিণামে আমরা উন্নত চরিত্র এবং ঈমান থেকেও বঞ্চিত হব। অতএব, আমাদের উচিত এই সকল আদবকায়দা ও শিষ্টাচারকে নিজেদের জীবনের অঙ্গ বানিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মকেও এগুলি সম্পর্কে অবগত করা, যাতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মও এই সকল শিষ্টাচার ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

প্রথম দিন, দ্বিতীয় অধিবেশন

জলসা সালানা কাদিয়ান ২০২৪ -এর প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন বেলা আড়াইটার সময় শুরু হয়। এই অধিবেশনটি পরিচালিত হয় মাননীয় হামীদ কাউসার সাহেব, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ মারকাযিয়া ও ইনচার্জ আহমদীয়াতের ইতিহাস বিভাগ-এর সভাপতিত্বে। জামেয়া আহমদীয়ার শিক্ষার্থী মহম্মদ ইব্রাহিম সাহেব সূরা আলে ইমরান-এর ১৬০-১৬৪ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন, যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মৌলবী নুরুদ্দীন নাসের সাহেব, সদর আমুমী কাদিয়ান।

অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মৌলানা মহম্মদ ইনাম গৌরী সাহেব, নাযির আলা সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী- বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর উন্নত নৈতিক আচরণ।' তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, হযরত আকদস মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ এগিয়ে চলতে এবং শান্তির পথ অবলম্বন করতে। যুদ্ধের সময় তাঁর মহান উন্নত আচরণ আমরা অসাধারণ মহিমায় প্রকাশ পেতে দেখেছি। বদর, ওহদ, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধের ঘটনাবলীর বর্ণনা দিয়ে সেই সব যুদ্ধে প্রকাশিত আঁ হযরত (সা.) -এর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্টের উপর আলোকপাত করেছেন। এই সকল ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট হয় যে, আঁ হযরত (সা.) যুদ্ধের রীতি-নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে একটি নীতিগত ও স্থায়ী দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) নিজেও বহু বিপদসংকুল সময়েও মহান দৃষ্টান্ত রেখেছেন।

এরপর তিনি মক্কা বিজয়ের ঘটনাটি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধসমূহে আঁ হযরত (সা.)-এর উন্নত চারিত্রিক আদর্শের দিকটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না যুদ্ধের আপাতকালীন পরিস্থিতিতে আঁ হযরত (সা.)-এর ইবাদতের কথা উল্লেখ করা না হয়। যুদ্ধ চলাকালীন বিপদ ও আশঙ্কার সময়ও তিনি (সা.) বা-জামাত নামায ত্যাগ করেন নি।' হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন যাতে তিনি বলেছেন='আঁ হযরত (সা.)-এর কারোর সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। অর্থাৎ তাঁর মনে সেই সব মুশরিকদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা ছিল না, বরং যারা আল্লাহ্ তা'লার ধর্মকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার বাসনা রাখত, তাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া তিনি যুদ্ধের রীতি-নীতিও নির্ধারণ করেছেন। চুক্তিও রক্ষা করেছেন আর এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেছেন। তিনি বর্তমান যুগের মানুষের ন্যায় দ্বৈত নীতি অবলম্বন করেন নি, যারা নিয়ম-কানুন তৈরী করে ঠিকই, কিন্তু নিজেরাই তা পালন করেন।"

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত,১লা ডিসেম্বর, ২০২৩)

অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মৌলবী তানবীর আহমদ নাসের সাহেব, নায়েব নাযের নশর ইশাআত। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল-'সাহাবীদের জীবনী=হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)।'

বক্তা তাঁর বক্তব্যের প্রথমাংশে হযরত হামযা (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ, হিজরতের ঘটনা প্রভৃতির আলোকের তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তা মদিনা হিজরতের পর তাঁর আর্থিক অবস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা করার পর, শহীদগণের নেতা, খোদা ও তাঁর রসুলের সিংহের বীরত্ব এবং অসংখ্য গুণাবলীর উপর আলোকপাত করেন।

এরপর বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলী তুলে ধরেন। তিনিও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই পবিত্র সন্তান ছিলেন যাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর জীবনে একের পর এক বিপদের মুহূর্ত এসেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সুসংবাদ অনুসারে তাঁকে রক্ষা করেছেন। তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ (রা.) হযরত সাহেবযাদী নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেব (রা.), হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব প্রমুখদের বিবৃতি উপস্থাপিত হয় এবং বলেন-

"হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের বহু প্রশংসনীয় গুণাবলীর ধারক ছিলেন। তাঁর বেশভূষা, চেহারা, দেহাবয়ব, কণ্ঠস্বর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সঙ্গে অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তাঁর বাচনভঙ্গি অত্যন্ত সরল, কিন্তু চিত্তাকর্ষক ছিল। কুরআন শরীফ এবং হাদীসের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। ফজরের নামাযের পর বিনাব্যতিক্রমে তিনি উন্মুক্ত কণ্ঠে কুরআন করীমের তিলায়াত করতেন। সূরা ফাতিহা, দরুদ শরীফ

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْثُ اور سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

প্রভৃতি দোয়া অত্যধিকহারে পাঠ করতেন। সফরকালে সবসময় প্রথম সময়ে নামায পড়ে নিতেন। তিনি 'দিব্য-দর্শী' (কাশফ-দর্শী) ছিলেন। তাঁর দোয়াও অনেক বেশি কবুল হত।

সম্মানীয় বক্তা তাঁর বক্তব্যের শেষে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন।

"যে সমস্ত মানুষ খোদা তা'লার আম্বিয়াগণের সাহচর্য লাভ করেন, তাঁরা আম্বিয়াদের নৈকট্য লাভ করেন। খোদা তা'লার নবী ও তাঁদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খলীফাগণের পর তাঁরা দ্বিতীয় পর্যায়ে পৃথিবীর শান্তি স্থিতিশীলতার কারণ হন।"

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিতে প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেবশ সমাপ্ত হয়। আজ শুক্রবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬:৩০টায় সমস্ত মসজিদে হুযুর আনোয়ারের খুতবা শোনা হয়।

## যুগ খলীফার বাণী

**যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।**

**(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)**

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir